NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ কমিশন নিযুক্ত বিএলও, এইআরও-রা তো তৃণমূলের লোক: অর্জুন সিং

পুজোর মুখে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে দু'টি নতুন লোকাল ২

কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ৬ আশ্বিন ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.09.2025, Vol.19, Issue No. 104, 8 Pages, Price 3.00

আজ থেকে কার্যকর জিএসটির নতুন হার

নবরাত্রিতে নতুন সূর্যোদয়

স্বদেশিয়ানার ডাক মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: সময়ের দাবি মেনে, সব পক্ষের মতামত শুনে, নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন জিএসটি কাঠামো উপহার দেওয়া হচ্ছে নবরাত্রিতে। রবিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, নবরাত্রির প্রথম দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কার্যকর হয়ে যাবে। জাতির উদ্দেশে মোদী জানান, দেশকে আত্মনির্ভর করার দিকে সোমবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হবে। তিনি বলেন, আগামিকাল থেকে দেশবাসীর সাশ্রয় শুরু হবে। এর ফলে দেশবাসীর সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক পণ্য সস্তা হয়ে যাবে। এর ফলে দেশবাসী নিজেদের পছন্দমতো জিনিস সহজেই কিনতে পারবেন। জিএসটির এই 'সাশ্রয় উৎসব' দেশের সর্বস্তরের মানুষকে সুবিধা দেবে বলে জানান মোদী। এ প্রসঙ্গে খাদ্যপণ্য, ওষুধ, সাবান, জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমা-সহ অন্য বেশ কিছু পণ্য ও পরিষেবার কথা উল্লেখ করেন মোদী। তিনি জানান, এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সম্পূর্ণ করমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে কর কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন জোর দিয়ে বলেন, দেশের অগ্রগতিতে গতি আনবে নতুন জিএসটি হার। স্বদেশি পণ্যের ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করার জন্য আহ্বান জানান নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'ভারত যখন উন্নয়নের শিখরে ছিল, তখন দেশের অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ক্ষুদ্র-মাঝারি-কুটির শিল্প। ভারতে তৈরি পণ্যের মান অত্যন্ত ভালো হত। সেই গৌরবময় অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশীয় পণ্যের মান এমন হবে, যা গোটা বিশ্বের ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করবে। সেই লক্ষ্যেই দেশবাসীকে এগোতে হবে। তিনি বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন স্বদেশি মন্ত্রে শক্তি পেয়েছে, তেমনই দেশের উন্নতিতেও স্বদেশি মন্ত্রই শক্তি জোগাবে।'

ভারত যখন উন্নয়নের শিখরে ছিল, তখন দেশের অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ক্ষুদ্র-মাঝারি-কুটির শিল্প। ভারতে তৈরি পণ্যের মান অত্যন্ত ভালো হত। সেই গৌরবময় অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন স্বদেশি মন্ত্রে শক্তি পেয়েছে, তেমনই দেশের উন্নতিতেও স্বদেশি মন্ত্রই শক্তি জোগাবে।

— নরেন্দ্র মোদী

দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বিদেশি পণ্য জুড়ে গিয়েছে। এর থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। আমাদের 'মেড ইন ইন্ডিয়া' পণ্য কিনতে হবে। প্রতিটি বাড়িকে স্বদেশি পণ্যের প্রতীক বানাতে হবে, প্রতিটি দোকানকে স্বদেশি পণ্যে সাজাতে হবে।' গর্বের সঙ্গে স্বদেশি পণ্যের কেনাবেচা করার আহ্বান জানান তিনি। প্রতিটি রাজ্যে স্বদেশি পণ্যের উৎপাদনের গতি আরও বৃদ্ধি করার জন্যও রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দেন তিনি। বিনিয়োগের জন্য পরিবেশ তৈরি করারও পরামর্শ দেন তিনি। মোদী বলেন, 'কেন্দ্র এবং রাজ্য একসঙ্গে এগোলে, তবেই আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূরণ হবে।'

আজ সোমবার থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন জিএসটি হার। তার আগেই খুশির আবহ নানা মহলে। পরবর্তী প্রজন্মের পণ্য এবং পরিষেবা কর (জিএসটি) সংস্কারের আওতায় ভারত সরকার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বড় ধরনের কর হ্রাস ঘোষণা করে সাধারণ মানুষের উপর থেকে বোঝা কমিয়েছে। কর কাঠামো সরলীকরণ এবং নাগরিকদের উপর আর্থিক বোঝা কমানোর লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বছর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন। নতুন করের এই হার সোমবার থেকেই কার্যকর করা হবে।

সস্তা হচ্ছে

- দুধ, ছানা, পনির, রুটি, পাউরুটির উপর পাঁচ শতাংশ জিএসটি ছিল। তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।
- কনডেনস্ড মিল্ক, মাখন, ঘি, তেল, চি এবং দুগ্ধজাত যাবতীয় পণ্যের উপর ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে জিএসটি করা হয়েছে পাঁচ শতাংশ।
- একই হার প্রযোজ্য বাদাম, খেজুর, আনারস, অ্যাভোকাডো, পেয়ারা, আম এবং অন্যান্য ফলের ক্ষেত্রে।
- পশুচর্বি, সসেজ, সংরক্ষিত বা রান্না করা মাংস, মাছ, চিনি, পাস্তা, নুডল্ স, স্প্যাগেটি এবং বিভিন্ন সব্জির দাম কমছে। জিএসটি এ সব ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামছে।
- জ্যাম, জেলি, মাশরুম, নারকেলের জল, ইস্ট, সর্ষে, সয়াবিন, ভুজিয়া এবং পানীয় জলের ২০ লিটারের বোতলের উপর থেকে জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমে পাঁচ শতাংশ।
- মধু, মিছরি, চকোলেট, কর্নফ্লেক্ স, কেক, পেস্ট্রি, স্যুপ, আইসক্রিম, জিলেটিনের উপর থেকে জিএসটি কমানো হয়েছে। এত দিন ১৮ শতাংশ জিএসটি ছিল এই সমস্ত পণ্যে। কমে হচ্ছে পাঁচ শতাংশ।
- এ ছাড়া, যাবতীয় জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার উপর থেকে জিএসটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।
- বিড়ির দাম কমছে। বিড়ির পাতার উপর ১৮ শতাংশ থেকে জিএসটি কমে হচ্ছে পাঁচ শতাংশ। বিড়ির উপর ২৮ শতাংশ থেকে জিএসটি কমে হচ্ছে ১৮ শতাংশ।
- সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়ার উপর জিএসটি পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনা হচ্ছে।
- টিভি, এসি, ছোট গাড়ি, ৩৫০ সিসি-র নীচে বাইকের দাম কমছে। এখন থেকে এই পণ্যগুলিতে ১৮ শতাংশ নেওয়া হবে।

দামি হচ্ছে

- বিলাসবহুল গাড়ি, মোটরসাইকেল, প্রাইভেট জেট, রেসিং কারের উপর ৪০ শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হয়েছে।
- পানমশলা, বাড়তি চিনি মিশ্রিত পানীয়, কার্বনযুক্ত পানীয়ের দাম বাড়ছে। ২৮ শতাংশ থেকে জিএসটি করা হচ্ছে ৪০ শতাংশ।

'জিএসটির কৃতিত্ব রাজ্যের'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে দেশে কার্যকর হচ্ছে নতুন জিএসটি কাঠামো। তার আগে রবিবার বিকেলে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, সময়ের দাবি মেনে, সব পক্ষের মতামত শুনে, নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন জিএসটি কাঠামো উপহার দেওয়া হচ্ছে নবরাত্রিতে। নবরাত্রির প্রথম দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কার্যকর হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী ভাষণে জিএসটির নতুন হারকে দেশবাসীর জন্য 'সাশ্রয় উৎসব' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নাম না-করে সেই ভাষণকে কটাক্ষ করেছেন।

মহালয়ার সন্ধ্যায় পুজো উদ্বোধনের ফাঁকে দক্ষিণ কলকাতার ৯৫ পল্লির পুজোপ্রাঙ্গণ থেকে তিনি বলেন, 'নতুন জিএসটির কারণে রাজ্যের ২০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হবে। ভাষণ দেওয়ার বাইরে কেন্দ্রের কোনও কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায় না।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরাই বিমা থেকে জিএসটি সরানোর পরামর্শ দিয়েছিলাম। সব কাজ রাজ্য সরকারই করেছে, আর কেন্দ্র কৃতিত্ব নিচ্ছে। নতুন জিএসটি কেন্দ্রের নয়, রাজ্যের কৃতিত্ব।'

মমতা বলেন, 'জিএসটি নিয়ে কেউ কেউ বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন। আমি একটা কথাই বলি, এই যে ইন্সিওরেন্সের থেকে টাকা বা জিএসটি কমানো বা না থাকা, ফার্স্ট চিঠি আমি লিখি এবং বিভিন্ন সাধারণ ডাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসের উপরে। জিরেতে ট্যাক্স আর হিরেতে মুক্ত। হিরেতে ট্যাক্স নেই, জিরেতে ট্যাক্স আছে। মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছিল। এর জন্য ক্রেডিট কার জানেন? যাঁরা ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁদের নয়, ক্রেডিট হচ্ছে রাজ্যের।' তিনি আরও বলেন, 'এর জন্য আমাদের রাজ্যের কত লোকসান হয়েছে জানেন? আমাদের রেভিনিউ আর্নিং যা দিয়ে আমি কখনও লদীর ভাণ্ডার করি, কখনও বিনা পয়সায় রেশন দিই, কখনও কৃষকবন্ধু দিই, কখনও সাইকেল দিই, কখনও ট্যাব দিই। আমরা বলেছি, কোনও ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম যেন বাড়ানো না হয়। এটার জন্য আমাদের রাজ্যে রেভিনিউ লোকসান হচ্ছে ৯০০ কোটি টাকা। বাদবাকি নিয়ে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা।'

অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার জানিয়েছেন, পরোক্ষ কর কমানো সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্পমেয়াদি সুবিধা আনবে। জিনিসপত্রের দাম সামান্য কমবে এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ বাড়বে। তবে রাজ্যগুলির জন্য এই জিএসটি নির্ভরশীলতা কিছু সমস্যাও তৈরি করতে পারে। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় না-থাকলে রাজ্যগুলির কোষাগারে রাজস্বের ঘাটতি দেখা দেবে। কেন্দ্র কতটা ক্ষতিপূরণ দেবে এবং কখন দেবে, তা গুরুত্বপূর্ণ।'

মহানগরে গুলি

■ মহালয়ার দিন সকালে চারু মার্কেট এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য। রেনকোট আর মুখোশ পরে হঠাৎই একটি পরিচিত জিমে ঢুকে পড়ে দু'জন আততায়ী। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, তারা সরাসরি জিম মালিককে লক্ষ্য করে টানা দু' রাউন্ড গুলি চালায়। সৌভাগ্যবশত অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান মালিক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সদস্যরা আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেন, আশপাশের ব্যস্ত বাজারেও ছড়িয়ে পড়ে ভয়। গুলি চালানোর পর মুহূর্তে চম্পট দেয় আততায়ী জুটি। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

নয়া প্রেসিডেন্ট

■ বিসিসিআইয়ের পরবর্তী সভাপতি পদে রবিবার মুম্বইয়ে মনোনয়ন পেশ করেছেন মিঠুন মানহাস। তাঁর মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা জানিয়ে ভারতীয় বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা সাংবাদিকদের বলেন, 'পরের টার্মের জন্য নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার মিঠুন মানহাস সভাপতি হচ্ছেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ভারতীয় দলের হয়ে একটিও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি মিঠুন। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির অন্যতম ভরসাযোগ্য ব্যাটার ছিলেন দীর্ঘদিন। দিল্লির অধিনায়কত্বও করেছেন।

'মমতা পুলিশকে' নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহেশতলা মোল্লারগেট গভর্নমেন্ট কলোনিতে আরএসএসের পথ সঞ্চালনায় পুলিশি বাধার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় রবিবার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ। মহেশতলার এই ঘটনায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি লেখেন, 'আজ মহেশতলায় যে নিপীড়ন চলেছে, তা দেখে আমি চরমভাবে ক্ষুব্ধ। মমতা পুলিশ, যা তৃণমূল সরকারের আদেশে শুধু পুতুলের মতো আচরণ করছে, আরএসএস-এর শান্তিপূর্ণ পথসঞ্চালনকে বাধা দিয়েছে। এই পথসঞ্চালনটি ছিল জাতীয় সেবার ১০০ বছর পূর্তি উদযাপনের অংশ।'

শুভেন্দু আরও লেখেন, 'এটা শুধুমাত্র দেশভক্ত সংগঠনের উপর আক্রমণ নয়, এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সমাবেশের স্বাধীনতার প্রতি সরাসরি আঘাত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লৌহ-হাতের শাসনে, রাজ্য একটি নিপীড়নের মাঠে পরিণত হয়েছে, যেখানে হিন্দু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোকে দমন করা হয়, জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোকে বাধা দেওয়া হয়, আর দুষ্কৃতীকারী ও অনুপ্রবেশকারীরা নির্বিঘ্নে ঘোরে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার বদলে জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের কণ্ঠ বন্ধ করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।' শেষে তিনি লেখেন, 'লজ্জা হওয়া উচিত, মমতা পুলিশ।'

মার্কিন কর্মীদের স্বার্থেই ভিসায় কড়া, বিবৃতি হোয়াইট হাউসের

ওয়াশিংটন, ২১ সেপ্টেম্বর: এইচ-১বি ভিসা কী ভাবে মার্কিন নাগরিকদের বেকারত্ব বাড়াচ্ছে, বিগত দুই দশকে কতটা প্রভাব পড়েছে, এই ভিসার জন্য কোথায় কবে কত আমেরিকান চাকরি হারিয়েছেন, তার হিসাব দিয়ে রবিবার এক বিবৃতি প্রকাশ করল হোয়াইট হাউস। সেখানে বলা হয়েছে, আমেরিকায় ২০০৩ সালে এইচ-১বি ভিসাধারী তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩২ শতাংশ। এখন তা বেড়ে ৬৫ শতাংশে পৌঁছেছে। আর বিদেশিদের কারণে চাকরি যাচ্ছে আমেরিকানদের। একটি আমেরিকান সংস্থা ২০২২ সালের পর থেকে মোট ২৭ হাজার মার্কিন কর্মীকে ছাঁটাই করেছে বলে দাবি হোয়াইট হাউসের। এই পরিস্থিতি বদলাতেই কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।

শনিবার ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করেছে, এবার থেকে মার্কিন সংস্থাগুলিকে এক-একটি এইচ-১বি ভিসার জন্য এককালীন এক লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) করে সরকারকে দিতে হবে। এমন সিদ্ধান্তে আমেরিকার ভূমিপুত্রদের একাংশ খুশি হলেও, ঘুম উড়েছে আমেরিকায় প্রবাসী বিদেশিদের। বড় আঘাত ভারতীয়দের উপরেও। কারণ, এই মুহূর্তে আমেরিকায় এইচ-১বি ভিসার সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী ভারতীয় কর্মীরা। ফলে কঠোর নীতির সমালোচনাও শুরু হয়েছে। গতকালই এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেয় ভারতের বিদেশমন্ত্রক। এর মধ্যেই কঠোর নীতির কারণ জানাল হোয়াইট হাউস।

সংস্থাগুলির এইচ-১বি ভিসার আবেদন মঞ্জুর এবং আমেরিকানদের চাকরি হারানোর পরিসংখ্যান পাশাপাশি তুলে ধরেছে ট্রাম্প প্রশাসন। যেমন, ২০২৫ অর্থবর্ষে একটি সংস্থা ৫,১৮৯টি এইচ-১বি ভিসার আবেদন মঞ্জুর করেছে। ওই বছর ১৬ হাজার আমেরিকান কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। আরও একটি সংস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা ২০২২ সালের পর থেকে মোট ২৭ হাজার মার্কিন কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। অন্য দিকে মঞ্জুর করেছে ২৫,০৭৫টি নতুন ভিসার আবেদন। হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, 'আমেরিকান কর্মীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন মানুষ। প্রতিশ্রুতি রাখতে তিনি দিনরাত পরিশ্রম করছেন।'

পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহানের হাফ সেঞ্চুরির পর এই সেলিব্রেশন ঘিরে দানা বেঁধেছে বিতর্ক।

অভিষেক-শুভমান ঝড়ে উড়ল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত, পাকিস্তান ম্যাচ মানেই আলাদা উত্তেজনা। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ সুপার ফোরের ম্যাচও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এবারও ইতিহাসই যেন পুনরাবৃত্তি করল। পাকিস্তান লড়াই করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ৭ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে সহজ জয় পেল টিম ইন্ডিয়া। এই জয়ে যেমন ভারতের সুপার ফোর অভিযান শুভ সূচনা হল, তেমনই দেবীপক্ষের শুরুতেও ভারতবাসীর মুখে হাসি ফুটল।

টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। পাকিস্তানি ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান শুরু থেকেই ঝোড়ো মেজাজে খেলতে থাকেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৪৫ বলে ৫৮ রানের ইনিংস। সঙ্গী ফখর জামানও মাত্র ৯ বলে ১৫ রান করে আক্রমণাত্মক শুরু করে দেন। দীর্ঘদিন রান না পাওয়া আয়ুবও এদিন ২১ রান করেন। মিডল অর্ডারে সলমন আঘা (১৭), হুসেইন তালাত (১০), মহম্মদ নওয়াজ (২১) এবং ফাহিম আশরাফ (২০)-এর ছোট ছোট ইনিংসে পাকিস্তান ধীরে ধীরে রানের চাকা ঘুরিয়ে নেয়। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে কুলদীপ যাদব এবং অভিষেক শর্মা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখলেও ফিল্ডারদের একাধিক ক্যাচ মিসের কারণে পাকিস্তান ১৭১ রানের সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে যায়। জশপ্রীত বুমরাহ বিশেষ কার্যকর প্রমাণিত হননি, যা ভারতীয় শিবিরের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

১৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারতের শুরুটা ছিল বিস্ফোরক। শাহিন শাহ আফ্রিদির প্রথম বলকেই গ্যালারিতে পাঠান অভিষেক শর্মা।

গুলশন কলোনি কাণ্ডে গ্রেপ্তার প্রধান অভিযুক্ত

■ গুলশন কলোনি ঘটনার প্রধান অভিযুক্তকে অবশেষে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকার পর শনিবার রাজধানী থেকে ধরা পড়ে ওই অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে খবর, ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে কলকাতায় আনা হচ্ছে। ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটনে বিস্তারিত জেরা শুরু করবে তদন্তকারী সংস্থা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

It has been declared that **Malati Saren** & **Malati Murmu** (**Saren**), W/o - Padmalochan Murmu, who is a resident of Turipara, Rabindrapally, PO- Hijli, Kharagpur, Paschim Medinipur are the names of the same, one & identical person by swearing an affidavit In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Kharagpur vide affidavit No- 11574 dated 20 Sep 2025 & henceforth she will be named & identified as **Malati Saren**.

AFFIDAVIT

It has been declared that the English Spelling of the name of mother of **Nikilesh Sharma** which is mentioned in Hindi in his Birth Certificate is **Veena Kumari**, W/o- **Rajesh Kumar Sharma**, who is a resident of Dhekia, Ward No- 10, PO- Nimpura, PS- Kharagpur (Town), Paschim Medinipur by swearing an affidavit In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Kharagpur vide affidavit No- 11471 dated 17 Sep 2025.

নাম-পদবী

আমি Qoushar Jahan W/O Gulam Hassan Ansari, R/O 25, G.T. Road PO/PS Rishra Hooghly Pin 712248. ভুলবশত আমার মেয়ে Aisha Parveen এর birth certificate ই আমার (Kausar Jahan) আর আমার স্বামী নাম (Gulam Hassan) ভুল লিখা হয়েছে, গত ১২/০৯/২০২৫ তারিখে শ্রীরামপুর 1st ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে থেকে Affidavit (No-10810) করে এই প্রমাণ করছি যে আমি Qoushar Jahan আর Kausar Jahan আর আমার স্বামী Gulam Hassan Ansari আর Gulam Hasan দুই জন এক আর অভিন্ন ব্যাক্তি

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 21/03/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 26 নং এফিডেভিট বলে **Umesh Bhagat S/o. Jagalal Bhagat** ও **Umesh Bhakat S/o. S. Bhakat** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি **HYDER ALI,** পিতা ANWAR ALI, সাং- ফ্ল্যাট নং ই-৫০৭, ১৪সি রাধানাথ চৌধুরী রোড, পোঃ- ট্যাংরা, থানা- এন্টালি, কলকাতা-৭০০ ০১৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী শিয়ালদহ কোর্টের এফিডেভিট নং ৮২৫৮ -এর বলে আমার নাম HYDER ALI, ALI HYDER, SAFOAR ALI থেকে পরিবর্তন করে SAFDAR ALI করেছি। এখন থেকে আমি **HYDER ALI, ALI HYDER** এবং **SAFOAR ALI**-এর পরিবর্তে **SAFDAR ALI** হিসাবে পরিচিত হব এবং আমার সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সেই অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে। আরও বলা হচ্ছে যে **HYDER ALI, ALI HYDER** এবং **SAFOAR ALI** এবং **SAFDAR ALI** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

PUBLIC- NOTICE

One Original Deed of Gift, dated 14-01-2003, executed by Ajayab Singh & Harbans Kaur in favour of **Kulbir Singh** in respect of land area measuring about **1 Cottah 12 Chittak 23 Sq. Ft.** more or less with one storied building measuring about 1000 Sq. ft. lying and situated at **Mouza- Panihati,** J.L. No.-10, comprised in C.S. & **R.S. Dag No.- 1421** under Khatian No.- 64, now corresponding to L.R. Dag No.- 1421 at Holding No.- 5 in collection circle, 144 Rabindranath Tagore Road, Ward No.-13, Police Station- Khardah within Panihati Municipality under jurisdiction of A.D.S.R. Sodepore (Now) in the District- North 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of D.S.R.- I, Barasat, recorded in Book No.- I, Volume No.- 5, Pages from 249 to 264, (New- Pages from 1 to 17), Being No.- **150100130** for the year **2003.** The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No. 268/25** was lodged on **18-09-2025** with **Barrackpore GR. P.I.C.** Railway Police Station, in respect of said deed by my client **Nitesh Kumar Singh.** The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela
Advocate
Barrackpore Court
Mobile: 9748856804

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ঝাড়খন্ড রাজ্যের অন্তর্গত ডুমকা জেলার সাকিন, পোষ্ট ও থানা- রানীশ্বর নিবাসী, হাল সাকিন - দুর্গাচক থানার অন্তর্গত দীপগঙ্গা কমপ্লেক্স ফ্ল্যাট ৫-সি, বাসুদেবপুর গ্রাম নিবাসী শ্রী বিবেক চৌধুরী পিতা শ্রী দেবী প্রসাদ চৌধুরী মহাশয় ভবানীপুর থানার অন্তর্গত দেভোগ সুকান্ত নগর কলোনী গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী চন্দনী সিং স্বামী শ্রী রাজেন্দ্র সিং ও হলদিয়া থানার অন্তর্গত হাতিবেড্যা মহাত্মা গান্ধীনগর কলোনী গ্রামনিবাসী শ্রীমতী আরতি জানা স্বামী শ্রী সত্য জানা মহাশয়া দ্বয়গনের পক্ষে গত ইং ০৫/০৯/২০২৪ তারিখে সুতাহাটা এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭১৩৮ নং আমমোক্তারনামা পত্র মূলে এবং ভবানী থানার দেভোগ সুকান্ত নগর কলোনী গ্রামনিবাসী শ্রী দুলাল চন্দ্র দাস পিতা ৺সুরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়া এর পক্ষে গত ইং ০৩/০৪/২০২৫ তারিখে সুতাহাটা এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৫৬৮ নং আমমোক্তারনামা পত্র মূলে নিযুক্ত ভবানীপুর থানার দেভোগ সুকান্ত নগর গ্রাম নিবাসী শ্রী বুলুচন্দ্র দাস ও স্বয়ং বুলুচন্দ্র দাস এর নিকট হইতে গত ইং ১০/০৯/২০২৫ তারিখে সুতাহাটা এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭৩৮৩ ও ৭৩৮৪ নং দলিল দ্বারা হলদিয়া থানার হাতিবেড়া (জে. এল. নং-১৬৭) মৌজায় এল. আর. ৩৫২৮ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ও এল .আর. ৪৯০৮ নং দাগে ০ .১৮১ ডে: ও ৩৫৩০, ৩৫২৯ ও ৩৫২৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ৪৯০৮ নং দাগে ০.৫৪০ ডে: ভূমি ক্রয় করিয়া ভোগ দখলকার রহিয়াছেন । এবং সুতাহাটা -২ বি. এল. অ্যান্ড এল. আরও. অফিসে মিউটেশান করিতে চায়। ইহাতে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সুতাহাটা -২ বি. এল. অ্যান্ড এল. আরও. অফিসে জানাইবেন।

Alok Kumar Mallik
Advocate, Haldia Court.

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি শ্রী অশোক কুমার গুপ্তা, পিতা-স্বর্গীয় সোহান লাল গুপ্তা গত ইং. 24.01.22 তারিখে এ.ডি.এস.আর. উত্তরপাড়া হইতে I-571/22 নং দলিল মূলে নিম্নলিখিত তপশীলের জমি ১। সুমিত কুমার ঘোষ, এবং ২। রীনা ঘোষ ভোগদখলে থাকাকালীন এ.ডি.এস.আর. উত্তরপাড়া আমমোক্তার নং IV-135/21 তাং- 24.12.2021 দলিল বলে শ্রী ভবানী প্রসাদ গুপ্তাকে আমমোক্তার করেন।

তপশীল খরিদাকৃত জমির পরিমান-জেলা-হুগলী, থানা-উত্তরপাড়া, মৌজা-কোন্নগর, জে.এল. নং. ৭, খতিয়ান নং- ৮৬২৪/১, এল.আর. দাগ নং- ৬৮২৭ জমির পরিমান- ০৩ কাঠা ০৪ ছটাক ০৩ ব.ফু.। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ইতি
অশোক কুমার গুপ্তা

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা কল্পনা পাত্র** স্বামী ৺দীপক পাত্র ওরফে দীপক পাত্‌র, সাকিম হাড়মালা, মহানাদ, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৯ এবং **২)শ্রীমতী সুস্মিতা দাস** পিতা ৺দীপক পাত্র ওরফে দীপক পাত্‌র, স্বামী শান্তি নাথ দাস, সাকিম রায়পাড়া, আমদহি, কোটুলপুর, বাঁকুড়া-৭২২১৪১, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২২/০৯/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.- I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-09378/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সৌগত পাত্র**, পিতা ৺দীপক পাত্র ওরফে দীপক পাত্‌র, সাকিম হাড়মালা, মহানাদ, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির অপর দুই শরিক **১)প্রতাপ চন্দ্র পাত্র ওরফে প্রতাপ চন্দর পাত্‌র,** ও **২)ফকির চন্দ্র পাত্র ওরফে ফকির পাত্‌র,** উভয়ের পিতা ৺রাধা পদ পাত্র, মহাশয়দ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ১৩/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাড়ুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04758/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **দীপেন রায়** পিতা সুনীল রায়, সাকিম মহানাদ বেজপাড়া, মহানাদ, পাড়ুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে ২৬ শতক পরিমিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পাড়ুয়া, মৌজা মহানাদ বেজপাড়া, ১১৯ নং জে.এল ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. ২৪৮/২ ও ২৫৮/১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫৬৫ নং দাগে ডোবা ষোল আনায় ২৬ শতকের মধ্যে ১৭.৩৩৪২ শতক ও ২)হাল এল.আর. ১৮৮/১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫৬৫ নং দাগে ডোবা ষোল আনায় ২৬ শতকের মধ্যে ৮.৬৬৫৮ শতক, একুনে দুইটি দফায় একটি দাগে, তিনটি খতিয়ানে মোট ২৬ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **দীপেন রায়** পিতা সুনীল রায়, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাড়ুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সৌগত পাত্র (আমমোক্তার)**

PUBLIC NOTICE
Yashdeep Trexim Private Limited & Ors
...Petitioners
Vs.
Gunawate Properties Private Limited & Ors.
...Respondents
C.P NO. 64 /KB/2025
My Client- Yashdeep Trexim Private Limited

The Property mentioned in the schedule below are subject matter of CP 64 /KB/2025 before Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata and matter is Subjudice.
GENERAL PUBLIC are hereby CAUTIONED and WARNED not to Purchase, sell, or transfer, enter into any agreement, create any encumbrance, deal with the below-mentioned property in any manner whatsoever
Any person who deals with the below-mentioned property after the publication of this notice shall DO SO AT THEIR OWN RISK AND COST.
Such persons shall be liable for all legal consequences, responsible for any financial losses and Subject to legal action as per law

Property Details:

- Land Measuring 2.2 Acres admeasuring to be little more or less being Dag No. 1149,1150, 1151 in Touzi No 155 being Khaitan No 117 in Mouza Agarpara being the Municipal premises 87F, Barrackpore Trunk Road (formerly 92F and prior thereto 8/11 Barrackpore Trunk Road) within the Panihati Municipality Ward No. 7 in district Of North 24 Parganas in the name of The Agarpara Co. Limited and Developer is Prithvi Devcons Private Limited

Tamoghna Saha, Advocate,
9, Old post office Street 6th Floor
Kolkata –700001
9437705586

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে সেপ্টেম্বর, ৫ ই আশ্বিন। সোম বার। নবরাত্রিক প্রতিপদ তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা, বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ, ১১/৩২ র পর দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(নবরাত্রিক শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গোৎসব শুভারম্ভ। প্রতিপদ তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

কমিশন নিযুক্ত বিএলও, এইআরও-রা তো তৃণমূলের লোক: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর ভাই কমল অধিকারী। যিনি কাঁচরাপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান। কাঁচরাপাড়ার এই প্রধান নাগরিকের নাম ভোটার তালিকার দুই জায়গায় জ্বলজ্বল করছে। একটি নাম রয়েছে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায়। আর আরেকটি নাম রয়েছে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে। দু'জায়গায় কাঁচরাপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান কমল অধিকারীর নাম থাকা নিয়ে রবিবার টুইট করে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি টুইটে উল্লেখ করেছেন, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এসআইআর অর্থাৎ বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে কেন এত ভয় পাচ্ছেন। তা সহজেই অনুমেয়। কারণ, মৃত ভোটার, সিফটিং ভোটার এবং একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটারদের নাম রেখে তাঁরা নির্বাচনে বাজিমাত করতে চাইছেন। যেমন, কাঁচরাপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান কমল অধিকারীর দুটো ভোটার কার্ড আছে। একটি আছে বীজপুর বিধানসভায় এবং আরেকটি আছে নৈহাটি বিধানসভায়। তাঁর দাবি, এটা কেবল হিমশৈলের চূড়া মাত্র। টুইটে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, নির্বাচন কমিশনের নিশ্চিত করা উচিত, যে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চলাকালীন কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে বিএলও-হিসেবে নিয়োগ করা যাতে না হয়। কারণ, মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা নিজেদের লোকদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ঢুকিয়ে দিয়ে বিভিন্ন স্তরে কারচুপি চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এসআইআর-র মূল উদ্দেশ্য হল, স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। যাতে কেবল ভারতীয় নাগরিকরাই সরকার নির্বাচনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত বিএলও, এআরও-রা তো তৃণমূলের লোক। যারা ভুয়ো ভোটারদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত, বিহারে তেজস্বী যাদবের নাম দুই জায়গায় থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তাহলে কাঁচরাপাড়ার পুরপ্রধানের নামে কেন অভিযোগ দায়ের হবে না, তা নিয়েই এদিন প্রশ্ন তুললেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, বাংলায় ভুয়ো ভোটার প্রায় দেড় কোটি। যাদের বয়স ১১০ বছর কিংবা ১২০ বছর। তাঁরাও নাকি এখনও জীবিত আছেন আছেন এবং ভোটও দিচ্ছেন। তিনি বলেন, এবারে এসওপি চেঞ্জ হবে এবং নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতার সঙ্গে ভোটও করাবে। প্রসঙ্গত, এই বিষয়ে রবিবার নথি তুলে ধরে সাংবাদিক বৈঠক করেন বীজপুরের বিজেপি নেতা সুদীপ্ত দাসও। কাঁচরাপাড়ার প্রধান নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় দু'জায়গায় কেন, তা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুললেন সুদীপ্ত দাস। তাঁর বক্তব্য, পুরপ্রধানের নাম যদি দু'জায়গায় থাকে, তাহলে বাকিদের কি অবস্থা হবে। তাঁর দাবি, তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের নাম ভোটার তালিকায় একাধিক জায়গায় রয়েছে। সেই কারণেই এসআইআর নিয়ে এত আপত্তি শাসকদলের। তবে বিষয়টি তাঁরা নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছেন। বিজেপি নেতা সুদীপ্ত দাস জোরের সঙ্গে দাবি করেন, বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভুয়ো ভোটার কমপক্ষে দশ হাজার। এই ভুয়ো ভোটারকে হাতিয়ার করেই প্রতি নির্বাচনে 'ফলস' ভোট দিচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর আরও দাবি, বাংলায় এসআইআর হবেই। ভুয়ো ভোটার চিহ্নিতকরণের কাজ তাঁরা ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন। সুদীপ্তের কথায়, বীজপুরে মাথা থেকে ভুয়ো ভোটার খোঁজার কাজ তাঁরা শুরু করেছেন। নিচুতলায় এমনিতেই ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে। দু'টি কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম নিয়ে কাঁচরাপাড়ার পুরপ্রধান কমল অধিকারীর সাফাই, নৈহাটি কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় থাকা নাম বাদ দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নাম বাদ দেওয়া হয়নি।

মাদার ডেয়ারির দুগ্ধ ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যের দাম কমল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাদার ডেয়ারি ২২ সেপ্টেম্বর থেকে তাদের দুগ্ধ ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যের দাম কমাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি ২.০ সংস্কারের ফলে ৫-১৮ শতাংশ কর কমিয়ে ০-৫ শতাংশে আনা হয়েছে। ফলে ইউএইচটি দুধ, পনির, মাখন, ঘি ও মিল্কশেক-সহ অন্যান্য পণ্যের দাম সস্তা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ১ লিটার ইউএইচটি দুধ ৭৭ টাকা থেকে কমে ৭৫ টাকা, ৫০০ গ্রাম মাখন ৩০৫ টাকা থেকে ২৮৫ টাকা, ঘি ৬৭৫ টাকা থেকে ৬৪৫ টাকায় মিলবে। আইসক্রিম, হিমায়িত ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও আলু টিক্কির মতো পণ্যও ৫-১৫ টাকা সস্তা হবে। মাদার ডেয়ারির এমডি মণীশ বান্দলিশ জানিয়েছেন, এই কর ছাড় গ্রাহকদের ১০০ শতাংশ সুবিধা দেবে এবং নিরাপদ, মানসম্মত প্যাকেজজাত পণ্য ক্রয় বাড়াবে। পলি প্যাক দুধের দাম অপরিবর্তিত থাকবে।

রবিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাঁথি শাখায় শতবর্ষ উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিদ্যাসাগর শাখা মাঠ নেতাজি উদ্যানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পথ সঞ্চালনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

পুজোর মুখে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে দু'টি নতুন লোকাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদহ মেন শাখার যাত্রীদের জন্য পুজোর আগেই সুখবর দিয়েছে পূর্ব রেল। সোমবার থেকে বিধাননগর রোড স্টেশন থেকে কল্যাণী পর্যন্ত একজোড়া লোকাল ট্রেন চালু হবে। এই নতুন ট্রেন চলবে দিনের ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সন্ধে ৭টা ২৭ মিনিটে বিধাননগর থেকে ট্রেনটি কল্যাণী পৌঁছবে রাত ৮টা ৩৬ মিনিটে। এরপর কল্যাণী থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত রাত ১০টা ১৯ মিনিটে পৌঁছবে।

কলকাতা ও শহরতলির যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম হল লোকাল ট্রেন। শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অফিসে যাত্রীর চাপ বাড়ায়, বিশেষ করে দিনের ব্যস্ত সময়ে ট্রেনগুলিতে ভিড় অত্যধিক হয়। পূর্ব রেল জানিয়েছে, এই একজোড়া ট্রেন মূলত সন্ধেবেলা অফিস ফেরত যাত্রীদের সুবিধার জন্য চালু করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে দিনের অন্যান্য সময়েও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। বিধাননগর রোড স্টেশনের আশেপাশে সল্টলেক, সেক্টর ফাইভ, রাজারহাট, নিউটাউন, লেকটাউন ও কাঁকুড়গাছির অফিস এবং অন্যান্য কর্মস্থল অবস্থিত। শহরতলি ও গ্রামের মানুষ এসব এলাকায় চাকরি সূত্রে যাতায়াত করেন। পুজোর আগে এই ট্রেন চালু হওয়ায় ভিড় কমবে এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে। এছাড়া, ট্রেন চালু হওয়ায় টিকিট কাউন্টারের চাপও কমানো সম্ভব হবে। পূর্ব রেল পরীক্ষামূলক লেন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়েও কাজ করছে যাতে যাত্রীরা নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে যাতায়াত করতে পারেন।

'আইলো উমা বাড়িতে' সুরে ও আবেগে মা দুর্গাকে বরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহর যখন আলোকময় হয়ে উঠছে আর বাতাস ভরে উঠছে শিউলি ফুলের গন্ধে, তখন অমলাদিত্যস ফিল্ম অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস বাংলার জন্য নিয়ে এল উৎসবের এক সুরেলা উপহার। উদ্বোধন হল বহু প্রতীক্ষিত সংগীত ভিডিও 'আইলো উমা বাড়িতে'। হৃদয়স্পর্শী পুজোর গান 'আইলো উমা বাড়িতে' তুলে ধরেছে দুর্গাপুজোর আসল মর্ম; মা-কে বরণ, আনন্দ, নস্টালজিয়া আর একাত্মতার আবহ। এই গান শুধুমাত্র সুর নয়, বরং ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিলনে গড়া এক আবেগঘন যাত্রা। সংগীত ভিডিওটিতে অনবদ্য অভিনয়ে ধরা দিয়েছেন মিষ্টি সিংহ রায় ও সৌমী মুখার্জি। কণ্ঠ দিয়েছেন সৌমী মুখার্জি। সুরারোপ করেছেন অমিত মিত্র আর গান লিখেছেন অর্পণ সানা। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় আছেন শ্রীকান্ত জার প্রিন্স এবং প্রযোজক কেশবানন্দ মুখার্জী। গানটি মুক্তি পেয়েছে অমলাদিত্যস ফিল্মসের অফিসিয়াল ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে। গানটির অডিও ট্র্যাক পাওয়া যাবে স্পটিফাই, আইটিউনস, জিওসাবন, অ্যামাজন মিউজিক-সহ সেরা সংগীত প্ল্যাটফর্মগুলোতেও।

সনাতনীদের গর্জে ওঠার ডাক দিলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল সরকারকে বিদায় দিতে বঙ্গের সনাতনীদের গর্জে ওঠার ডাক দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার সন্ধেয় বিজেপির জগদ্দল মণ্ডল -২ এর উদ্যোগে কাঁকিনাড়ার রথতলায় দুর্গাপুজো উপলক্ষে মহিলাদের নতুন শাড়ি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত শাড়ি প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মুসলিমদের অত্যাচারের কারনে যারা বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা-ও এখন ঘুমিয়ে আছেন। দুর্নীতিগ্রস্ত, অত্যাচারী সরকারকে হটাতে সনাতনীদের গর্জে ওঠা দরকার। মায়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা, সনাতনীদের একটু বুদ্ধি ও জ্ঞান দাও। যাতে তাঁরা-ও ভাবেন তাদের বাড়িতে মেয়ে, বউ আছে। তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, যেভাবে জেহাদি, রোহিঙ্গা ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে বাংলার নয়টা জেলার ডেমোগ্রাফি বদলে গেছে। এমনকী এখন কলকাতা শহরও সুরক্ষিত নয়। কলকাতা শহরের ডেমোগ্রাফিও বদলে গেছে। উক্ত সেবামূলক কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির জগদ্দল-২ এস সি মোর্চার সভাপতি বিষ্ণুপদ দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রমোদ সিং, নির্মল দাস ও পল্লবী কুন্ডু, রত্নেশ্বর দাস, সঞ্জয় সিং, শ্যামল তলাপাত্র, আইনজীবী পদ্যুৎ চৌধুরী প্রমুখ।

সুদূর আন্দামানের এক শিশুর বিনামূল্যে জটিল অস্ত্রোপচার করল বজবজের এক বেসরকারি হাসপাতাল

জয়ন্ত রায়

সুদূর আন্দামান থেকে শুধুমাত্র লোকমুখে শুনে বছর বারোর এক শিশুর চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন বজবজ এক নম্বর ব্লকের বুঁইতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক বেসরকারি হাসপাতালে। আর ওই হাসপাতালেই সম্পন্ন হল এক সফল অস্ত্রোপচার। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে এর সফল চিকিৎসা বহুবার হলেও, সাধারণত মফঃস্বলে বেসরকারি বেশিরভাগ হাসপাতালেই পরিকাঠামোর অভাবে এই ধরনের চিকিৎসা খুব একটা হয় না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি এত কম বয়সি রোগীর যে পদ্ধতিতে টিম গঠন করে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং তাতে একশো শতাংশ সাফল্য মিলেছে তা এক কথায় বিরল। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা জানান, অস্ত্রোপচারে যদি দেরি হত তাহলে সম্ভবত আজীবন ওই নাবালকের শ্বাসকষ্টের সমস্যা থেকেই যেত এমনকী ওই শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত। ১০ সেপ্টেম্বর ১২ বছর বয়সি গিরধর সাউকে নিয়ে তার পরিবারের লোকেরা এই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর অবস্থা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ অভিজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে একটি টিম গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। নতুন করে আবারো সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলে দেখা যায় ধারালো কোনও কিছু বস্তু তার শ্বাসনালীতে আটকে রয়েছে। বিশেষজ্ঞ টিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি বিশেষ জটিল পদ্ধতির সাহায্যে তার অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়। আর তাতেই মেলে সাফল্য।

ওই নাবালকের পিসির কথা অনুযায়ী আন্দামান নিবাসী ওই নাবালক গত ৩০ অগস্ট বিছানায় শুয়ে শুয়ে কোনও কিছু দিয়ে দাঁত খোঁচাতে গিয়ে হঠাৎ কোনোভাবে সে ওই বস্তুটি গিলে ফেলে। সেই মুহূর্তেই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক বেসরকারি হাসপাতাল শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের জানান, এরকম জটিল সমস্যার চিকিৎসা করার মতো পরিকাঠামো এই প্রতিষ্ঠানে নেই। শুধুমাত্র লোকমুখে শুনেই ভগবানের উপর ভরসা করে পরিবারের লোকজন বজবজে অবস্থিত এই বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসার কথা জানান। পরিবারের দাবি অনুযায়ী এই চিকিৎসার জন্য এই বেসরকারি হাসপাতাল কাছ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও প্রকার টাকা-পয়সা গ্রহণ করেননি। ২০ সেপ্টেম্বর ওই নাবালককে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে ওই রোগীর পরিবার খুবই উচ্ছ্বসিত এবং চিকিৎসার সাফল্যে পরিবারের লোকেরা যথেষ্টই খুশি।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৭ আশ্বিন ১৪৩১ সোমবার

বাবুঘাটে তর্পণের জন্য সাধারণ মানুষের ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

মহালয়ার সকালে জিমে ঢুকে মালিককে লক্ষ্য করে গুলি, অল্পের জন্য রক্ষা!

রেনকোট ও মুখোশ পরে আসে দুই আততায়ী, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহালয়ার দিন সকালে চারু মার্কেট এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য। রেনকোট আর মুখোশ পরে হঠাৎই একটি পরিচিত জিমে ঢুকে পড়ে দু'জন আততায়ী। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, তারা সরাসরি জিম মালিককে লক্ষ্য করে টানা দু' রাউন্ড গুলি চালায়। সৌভাগ্যবশত অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান মালিক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সদস্যরা আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেন, আশপাশের ব্যস্ত বাজারেও ছড়িয়ে পড়ে ভয়। গুলি চালানোর পর মুহূর্তে চম্পট দেয় আততায়ী জুটি। দু'টি গুলির খোল উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে।

দেশপ্রাণ শাসমল রোডের ধারে একেবারে রাস্তার উপরেই এই জিম। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চারু মার্কেট থানার পুলিশ। ডিসি (সাউথ) প্রিয়ব্রত রায় জানান, উপস্থিতদের নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই হামলা কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, টার্গেট ছিলেন একমাত্র জিম মালিকই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জিমের মালিকের খোঁজ করছিল দুষ্কৃতীরা। তাঁর নাম ধরে ডাকা হচ্ছিল।

এ ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা বলছেন, উৎসবের মরশুমে এমন ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল। ইতিমধ্যেই নগরপাল মনোজ ভার্মা সমস্ত থানাকে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবুও শহরের বুকে পুজোর আগে গুলি চালানোর ঘটনা আইনশৃঙ্খলা নিয়ে

দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। পুজোর ভিড় জমতে শুরু করেছে রাস্তায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উদ্বোধন করে দিয়েছেন একাধিক পুজো। তার মাঝেই শহরের বুকে শুটআউট; কলকাতার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখে। শুরু করা হয়েছে তদন্ত।

প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন ঘাটে সম্পন্ন পিতৃতর্পণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহালয়ার সকালে কলকাতা-সহ হাওড়া, হুগলি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার নদীঘাটে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে চলল তর্পণ। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও মহিলারা 'গোত্রে অস্মতপিতা দেব শর্মা বসুরূপৎ তৃপ্যতমিদং তিলোদকম গঙ্গা জলং' মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে অন্ন ও জল দান করলেন। এটি আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রচলিত পিতৃপক্ষের অংশ, যেখানে বিশ্বাস করা হয়, পূর্বপুরুষরা সন্তানের পাশে এসে আশীর্বাদ দেন।

হাওড়ার শিবপুর, বালি, তেলকল ঘাট, সালকিয়া বাঁধাঘাট, ঘুসুড়ি ও রামকৃষ্ণপুর ঘাট-সহ বিভিন্ন জায়গায় পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। হুগলির মগরার ত্রিবেণী, চুঁচুড়া ময়ূরপঙ্খি, চন্দননগর জোড়াঘাট ও বৈদ্যবাটি ঘাটেও একই দৃশ্য। প্রশাসন কড়া নজরদারি ছিলই। পুলিশ, রিভার ট্র্যাফিক পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং ড্রোনের মাধ্যমে ঘাটগুলোতে তদারকি করা হয়।

গঙ্গাসাগরে অন্তত ৭০ হাজার পুণ্যার্থী সমাগম করেছেন। ডায়মন্ড হারবার ও অন্যান্য তীরবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। হাওড়া সিটি পুলিশ স্পিডবোট ও নৌকো নিয়ে নজরদারি করে।

একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রকাশ, শূন্যপদ বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবম-দশম স্তরের পর এবার একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন। শনিবার গভীর রাতে প্রকাশিত এই মডেল উত্তরপত্র দেখতে গিয়ে পরীক্ষার্থীরা হোঁচট খান, কারণ একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক লগ-ইন হওয়ায় কমিশনের ওয়েবসাইট সাময়িকভাবে অচল হয়ে পড়ে। তবে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এটি কেবল প্রযুক্তিগত সমস্যা, শিগগিরই সমাধান হবে।

১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় বসেছিলেন প্রায় আড়াই লক্ষ পরীক্ষার্থী। উপস্থিতির হার ছিল ৯৩ শতাংশের কাছাকাছি। বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও ছিল কয়েক হাজার। কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, নবম-দশম স্তরে শূন্যপদ রয়েছে ২৩ হাজারের বেশি, আর একাদশ-দ্বাদশে প্রায় ১২ হাজার ৫০০।

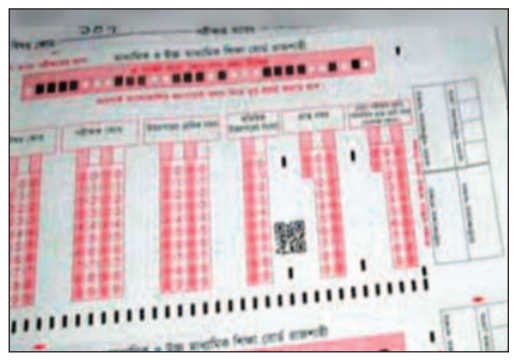

দুই মিলিয়ে ৩৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগ হবে রাজ্যে।

পরীক্ষার্থীরা চাইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র নিয়ে আপত্তি জানাতে পারবেন। প্রতি প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ করার জন্য ধার্য করা হয়েছে ১০০ টাকা। চ্যালেঞ্জের জন্য অন্তত দুটো যথাযথ সাপোর্টিং ডকুমেন্ট জমা করতে হবে অনলাইনে। প্রার্থীদের দেওয়া উত্তর ঠিক হলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে এসএসসি'র তরফে জানানো হয়। এদিকে শুক্রবারই একদল নতুন চাকরিপ্রার্থী এসএসসি অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়ে দাবি তোলেন, শূন্যপদ বাড়িয়ে এক লাখ করতে হবে। পাশাপাশি, চাকরিহারা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার দাবিও জোরালো হয়। তাঁদের হুঁশিয়ারি, প্রয়োজনে আন্দোলন আদালত পর্যন্ত পৌঁছবে।

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ও শূন্যপদ বৃদ্ধির দাবির মধ্যে রাজ্যজুড়ে পরীক্ষার্থীদের চাপ ও উত্তেজনা বেড়েছে। কমিশন তাৎক্ষণিক সমাধান ও সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মহালয়ায় তর্পণ সেরে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ শমীক ভট্টাচার্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহালয়ার ভোরবেলা গঙ্গার ঘাটেই শুরু হল রাজনীতির ঝড়। রবিবার সকালে বাগবাজারে পিতৃতর্পণ শেষে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। শমীকের সোজাসাপ্টা অভিযোগ; পিতৃপক্ষে মাতৃবরণ এই বাংলায় কেউ চেনে না। বাংলার মানুষ বরাবর 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে' শুনেই মাতৃবন্দনা শুরু করেছে। পিতৃপক্ষের শেষে মহালয়ার সূচনা। সেই বাংলাকে মানুষ চিনত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজে যে বাংলা গড়ে তুলেছেন, সেই বাংলাকে তিনিই আজ চিনতে পারছেন না। যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকেই তৃণমূল তৃণমূলকে মারছে, মরছে মুসলমান, মারছে মুসলমান।

কটাক্ষে হাস্যরস মিশিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে রেয়াত করলেন না শমীক। তিনি বলেন, দেবী দুর্গার প্রতি তোমার এই ভালোবাসার উচ্ছ্বাস আমাকেও মুগ্ধ করে দিচ্ছে, আমার ধ্যান ভঙ্গ করছে। আমার স্ত্রীকে তুমি যেভাবে আগে থেকে নিয়ে চলে এলে, তা দেখে আমিও স্তম্ভিত। দেবাদিদেব মহাদেব তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। গঙ্গার তীর থেকে উঠে আসা এই কটাক্ষে স্পষ্ট, মহালয়ার আধ্যাত্মিক আবহতেও বাদ যায়নি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আঁচ।

আধার জটিলতায় বিপাকে রেশন গ্রাহক, সমাধানে নেমেছে খাদ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের রেশন ব্যবস্থায় আধার সংযুক্তির নিয়ম কার্যকর হতেই নতুন সমস্যায় পড়েছেন বহু গ্রাহক। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার গ্রাহক আধার-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ৯৬ শতাংশই পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু, যাদের এখনও আধার কার্ড হয়নি। আবার প্রায় ২২ হাজার মানুষের ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক যাচাই ব্যর্থ হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, পুজোর মুখে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ কি রেশনের খাদ্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হবেন?

খাদ্য দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে, কোনও বৈধ গ্রাহককে রেশন থেকে বঞ্চিত হতে দেওয়া হবে না। প্রতিটি জেলায় ইতিমধ্যেই আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্যাগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে এবং প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা চালু রাখতে। বিশেষত বয়স্কদের ক্ষেত্রে আঙুলের ছাপ না মেলার কারণে বারবার যাচাই ব্যর্থ হচ্ছে, আবার শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স কম থাকায় আধার কার্ড তৈরি হয়নি।

দপ্তরের দাবি, বর্তমানে ৯৮ শতাংশের বেশি গ্রাহকের আধার যুক্ত হয়েছে এবং বায়োমেট্রিক যাচাইও প্রায় সম্পূর্ণ। তবুও কয়েকটি ব্লকে গড়ের নীচে রয়েছে অগ্রগতি। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধার সংযুক্তি দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করছে ঠিকই, কিন্তু মানবিক দিকটি সমান গুরুত্ব পাওয়া জরুরি।

সবমিলিয়ে, আধার-জটিলতায় আপাতত সমস্যায় পড়েছেন ১০ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক। তবে প্রশাসনের আশ্বাস; কেউ রেশন থেকে বঞ্চিত হবেন না।

পুজোর আগে শেষ রবিবার নিউ মার্কেটে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়।

তর্পণ করতে এসে বাবুঘাটে পুরোহিতের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহালয়ার সকালে গঙ্গার ঘাটে তর্পণ চলাকালীন চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সবং থেকে কলকাতায় এসেছিলেন পুরোহিত শিবরাম ভট্টাচার্য। রবিবার সকালে বাবুঘাটে তর্পণ করতে গিয়ে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আচমকা জলে ঢলে পড়ে যান শিবরামবাবু। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানান, ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতেই সবং থেকে কলকাতায় এসেছিলেন শিবরাম ভট্টাচার্য। প্রতি বছর মহালয়ার সকালে তর্পণ করতে তিনি শহরে আসতেন। এদিনও নিয়মমাফিক বাবুঘাটে পৌঁছন তিনি। কিন্তু আচমকা এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। পুলিশ সূত্রে খবর, দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পুরোহিতের।

দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজা কাশী বোস লেনের দুর্গা প্রতিমায় চক্ষুদান করলেন।

মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু ধর্ম মানেন না, সাহস থাকলে একদিন আগে ইদের নমাজ পড়ান: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহালয়ার আবহেই ফের মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য; এটা নতুন কিছু নয়। উনি আগেও করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু শাস্ত্র, পঞ্জিকা কিছুই মানেন না। আগে দম্ভভরে বলতেন; হ্যাঁ, আমি করেছি। এখন নতুন ছল, বলছেন দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করিনি, মণ্ডপের উদ্বোধন করেছি। বাংলায় প্রবাদ আছে, খলের ছলের অভাব হয় না।

সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, আপনি হিন্দু ধর্ম মানবেন না; সেটা স্পষ্ট বলুন। আর যদি মানেন, তবে ভারতীয় তথা বাঙালির শাস্ত্র, নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে। দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গেছে। এখন যত খুশি পুজোর উদ্বোধন করুন, কারও আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু ধর্মকে ছোট করা, তার নিয়মনীতি অস্বীকার করা মেনে নেওয়া যায় না।

সব শেষে কটাক্ষের তির ছুড়ে সুকান্তের আক্রমণ, সাহস থাকলে রেডরোডে একদিন আগে ইদের নামাজ পড়ান। দেখান আপনি কত ক্ষমতাধর জননেত্রী। কিন্তু আমি বাজি রেখে বলছি, পাঁচ জন লোকও আসবে না আপনার নামাজের অনুষ্ঠানে।

দুর্গাপুজো মানেই ঢাক, বেতের কাঠির জায়গা নিয়েছে প্লাস্টিক, কিন্তু বদলায়নি সুর!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভোরের আলো ফোটেনি তখনও। দূরের মণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে ঢাকের মৃদু আওয়াজ; ঢ্যাং কুরাকুর ধুম, তক। শিশুমনের ঘুম ভেঙে যায় সেই শব্দে, বুকের ভেতর কাঁপন জাগে। মনে হয়, মা এসেছেন। ছোটবেলার সেই অনুভূতি আজও বাঙালির রক্তে গেঁথে আছে। দুর্গাপুজো মানেই ঢাক; যার শব্দে শুরু, যার তালে শেষ।

আগে ঢাকির হাতে থাকত বাঁশ, বেতের কাঠি। সেই কাঠি থেকেই উঠত একেকটা বোল, যা শুনে মনে হতো ঢাক যেন কথা বলছে। আজকের মণ্ডপে সেই কাঠি পাওয়া দুষ্কর, দামও আকাশছোঁয়া। সাঁকরাইলের ঢাকিপাড়ার প্রবীণ ঢাকি কালো রুইদাস স্মৃতিচারণ করে বলেন, বাবার কাছ থেকে শিখেছিলাম বেতের কাঠি দিয়ে বাজানো। তখন বাজনার আলাদা ঝংকার ছিল। এখন সেগুলো পাওয়া যায় না, দামও ৫০ টাকার ওপরে। তাই প্লাস্টিকের কাঠি ১৫-২৫ টাকায় কিনে বাজাতেই হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে বদল এসেছে। নতুন প্রজন্মের হাতে প্লাস্টিকের কাঠিই নিয়ম। তবে তালে বিশেষ হেরফের নেই। কালোর কথায়, বেতের কাঠির সুর আলাদা, কিন্তু প্লাস্টিকে বাজালেও মণ্ডপের আবহ তৈরি হয়। আস্তে আস্তে সবার হাতেই ওটাই থাকবে।

তবু ঐতিহ্যের আলো আঁকড়ে আছেন সাঁকরাইলের মাত্র তিনটি পরিবার। সারাবছর অন্য কাজ করলেও পুজোর ক'টা দিনে ঢাকই তাদের একমাত্র ভরসা। অগণিত আলো, ভিড়, ধুনুচির ধোঁয়া আর মায়ের প্রতিমার সামনে ঢাক হাতে দাঁড়াতেই মুখে ফুটে ওঠে হাসি। 'কত টাকা রোজগার হবে সেটা বড় কথা নয়, ঢাক বাজানো মানেই আনন্দ, মানেই মা এসেছেন,' চোখে জল নিয়ে বললেন কালো।

আজ কাঠি বদলেছে, কাঠের জায়গা নিয়েছে প্লাস্টিক। কিন্তু ঢাকের আওয়াজে যে আবেগ, যে নস্টালজিয়া, যে শিহরণ; তা বদলায়নি। আরতির সময়ে ঢাক বাজলেই মনে হয় ছোটবেলার সেই কাশফুলের দোল, নতুন জামার গন্ধ আর ভোরের আগমনী গান ফিরে এসেছে। পুজোর মণ্ডপে ঢাকের প্রতিটি বোল এখনও বাঙালির প্রাণের স্পন্দন।

সম্পাদকীয়

রেকর্ড দাম, নাগালের বাইরে যাচ্ছে সোনা, নেপথ্যে কাদের খেলা

দেশে এক ভরি বা ১০ গ্রাম সোনার দাম ইতিমধ্যেই ১ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। কিন্তু তারপরও থামার কোনও লক্ষ্মণ নেই। বেড়েই চলেছে সোনার দাম।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছুদিনের মধ্যে সোনার দাম ছুঁয়ে ফেলতে পারে ৩ লক্ষ টাকা। আসলে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা আর বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোর পাল্লা দিয়ে সোনা কেনার জেরে গোটা বিশ্বেই বাড়ছে সোনার দাম। সুইস এশিয়া ক্যাপিটালের পূর্বাভাস, অদূর ভবিষ্যতে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৮,০০০ মার্কিন ডলার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। এই পূর্বাভাস যদি সত্যি হয়, তাহলে ভারতের বাজারে ১০ গ্রাম সোনার দাম ৩ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। ২০২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ৪৩ শতাংশ দাম বেড়েছে সোনার। অন্য কোনও অ্যাসেট কিন্তু এই পরিমাণ রিটার্ন এখনও দিতে পারেনি। আর ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ধরলে সোনার দাম বেড়েছে প্রায় ১২৬ শতাংশ। যার অর্থ বিনিয়োগ হিসেবে সোনাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ। দাম বাড়ার এটাও একটা বড় কারণ। এছাড়াও জোগান ও চাহিদার মধ্যেও একটা ভারসাম্যহীনতা কাজ করছে। বিশ্বের সব খনি ধরলে বছরে প্রায় ৩ হাজার টন সোনা তোলা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ সোনা সরাসরি বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি কিনে নেয়। এর ফলে বাজারে নতুন সোনার জোগান কমে যায় ও দাম বাড়তে থাকে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সীমিত জোগানের জেরে দাম আরও দ্রুত বাড়তে থাকে। দেশের বাজারে যে দাম আমরা দেখি তা সোনার আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম বাড়লে একই হারে বাড়ে দেশের বাজারেও। তবে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় সোনার দাম দেশে কিছুটা হলেও বেশি বাড়ে, কারণ টাকার তুলনায় ডলারের দাম বৃদ্ধি। এ ছাড়াও, ট্র্যাডিশান বলছে, ভারতীয়রা সোনাকে শুধু অলংকার নয়, সঞ্চয়, নিরাপত্তা ও বিনিয়োগের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবেও মনে করে। তামাম দেশবাসীর কাছে প্রায় ২৫ হাজার টনেরও বেশি সোনা মজুত রয়েছে। এভাবে লাগামহীন মজুতদারিও দামবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

শব্দবাণ-৩৯৬

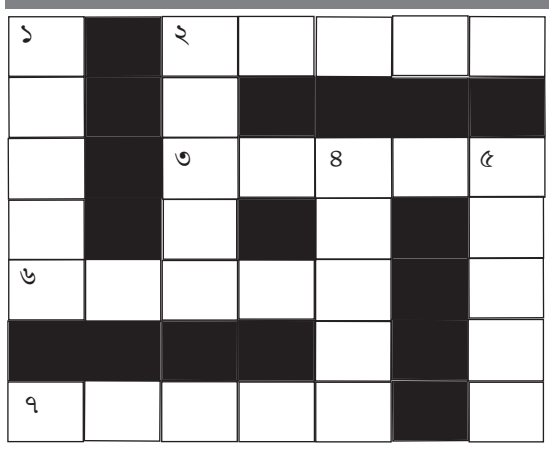

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. কুমোর ৩. প্রখর তাপ ৬. তটস্থ ৭. নানারকম ব্যয়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পুনর্জীবনপ্রাপ্তি ২. চোখের তারা ৪. ইস্তাহার,ঘোষণাপত্র ৫. আনন্দে উৎসাহিত।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৯৫

পাশাপাশি: ১. তরাজ ২. ছুতোর ৫. সমর ৮. নিকুচি ৯. অয়ন।

উপর-নীচ: ১. তল্লাশি ৩.রয়না ৪. ঐমত ৬. বন্ধুনি ৭. চলন।

জন্মদিন

আজকের দিন

পবন কুমার চামলিং

১৯৫০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পবন কুমার চামলিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কুলদীপ বিনয়ের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা উন্নি মুকুন্দনের জন্মদিন।*

রাজতন্ত্র নাকি প্রজাতন্ত্র !

ড. গৌতম সরকার

সদ্য গদিচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কে.পি.শাহ ওলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সরকারের অপদার্থতা, দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা নিয়ে সমালোচনা ও কটূক্তিতে ভরা পোস্ট সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি একসপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন সমাজমাধ্যমগুলিকে সরকার নির্দেশিত বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া যে এতটা ভয়ানক হয়ে উঠবে সেটা কোনওভাবেই বুঝতে পারেননি। ভরসা রেখেছিলেন পুলিশ, প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর উপর। বহুদিন ধরেই নেপালি শাসকদের সঙ্গে সেই দেশের যুবসমাজের মধ্যে মতপার্থক্য বেড়ে চলছিল। প্রতি বছর প্রায় ৮ লক্ষ নেপালি যুবক পড়াশোনা ও চাকরির প্রয়োজনে বাইরের দেশে যেতে বাধ্য হয়। এই সমাজমাধ্যমই তাদের দেশ ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র সেতু। তাই সমাজ মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার অর্থ সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার প্রয়োগে বাধাদান।

প্রবল বিক্ষোভের আঁচে পুড়ছে নেপাল, পুড়ছে গণতন্ত্রের অন্যতম তিন প্রধান কাঠামো, পার্লামেন্ট হাউস, সরকারের সদর দফতর 'সিংহ দরবার' এবং সুপ্রিম কোর্ট। আগুনের সলতে পাকানোর কাজটা শুরু হয়েছে 'জেন-জি নেপাল' নামের একটি ফেসবুক থেকে, যার কভার পেজে জ্বলজ্বল করছে স্লোগান, 'উই আর দ্য লাস্ট জেনারেশন ইউ ক্যান ফুল'। এই ফেসবুক পেজ থেকেই ওঠা অভ্যুত্থানের ডাকে সাড়া দিয়ে পথে নেমেছিলেন ১৩-২৮ বছর বয়সী হাজার হাজার ছেলেমেয়ে। পুলিশি তাণ্ডবের ফলশ্রুতিতে গণরোষ মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠে। সংঘর্ষে একদিকে যেমন পুলিশের গুলিতে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে, তেমনি পুলিশকে পিটিয়ে খুন থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাঁদের পরিবারের লোকেদের পুড়িয়ে মারা, মন্ত্রীদের রাস্তায় ফেলে মার, লুটপাট সবই অবাধে ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতিসহ আরও অনেক মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছে, এখন প্রশ্ন হল, এরপরে কী?

সম্প্রতি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স হ্যান্ডল, ইউটিউব, লিঙ্কডইন-সহ ২৬টি সমাজ মাধ্যমের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল নেপাল সরকার। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমেছিল নেপালের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়। কিন্তু শুধুই কি সমাজ মাধ্যমের নিষেধাজ্ঞা? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে নেপালি যুবসমাজ বহুদিন থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে আসছিলেন, সমাজ মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা তাতে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। এই অভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল তিনটি এক, ওলি সরকারের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি অসহনশীলতা; দুই, শাসকের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি; এবং তিন, সাম্প্রতিককালে বদলে যাওয়া ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি (শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের গণবিপ্লব) থেকে কোনরকম শিক্ষাগ্রহণ না করা।

সদ্য গদিচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কে.পি.শাহ ওলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সরকারের অপদার্থতা, দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা নিয়ে সমালোচনা ও কটূক্তিতে ভরা পোস্ট সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি একসপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন সমাজমাধ্যমগুলিকে সরকার নির্দেশিত বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া যে এতটা ভয়ানক হয়ে উঠবে সেটা কোনওভাবেই বুঝতে পারেননি। ভরসা রেখেছিলেন পুলিশ, প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর উপর। বহুদিন ধরেই নেপালি শাসকদের সঙ্গে সেই দেশের যুবসমাজের মধ্যে মতপার্থক্য বেড়ে চলছিল। প্রতি বছর প্রায় ৮ লক্ষ নেপালি যুবক পড়াশোনা ও চাকরির প্রয়োজনে বাইরের দেশে যেতে বাধ্য হয়। এই সমাজমাধ্যমই তাদের দেশ ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র সেতু। তাই সমাজ মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার অর্থ সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার প্রয়োগে বাধাদান।

দ্বিতীয় কারণটি হল শাসক দলের দুর্নীতি। সর্ব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়া এই দুর্নীতি দেশটির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। প্রায় প্রতিটি নেতা ও সরকারি আমলা কোনও না কোনও দুর্নীতির সাথে যুক্ত। শাসকশ্রেণীর এই দুর্নীতি এবং তাঁদের পরিবারের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা চোখে আঙুল দিয়ে দেশজোড়া বৈষম্যকে দেখিয়ে দেয়। এই সমস্ত রাজনীতিবিদদের ছেলেমেয়ে, যাদের 'নেপো কিডস' বলে চিহ্নিত করা হয়, যে আরাম, প্রাচুর্য ও বাহুল্যে জীবন কাটায়, তারা যে সমস্ত পোশাক পরিচ্ছদ পড়ে, যেসব দামী বিদেশী গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, কথায় কথায় ফরেন ট্রিপ করে, সেই সবকিছু সাধারণ শিক্ষিত যুবসমাজকে ক্রমাগত ভাবে ক্রুদ্ধ ও অসহনশীল করে তুলেছিল। দিনের পর দিন ধরে বারুদ জমা হচ্ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞা সেই বারুদে অগ্নি সংযোগ করেছে, আর সেই আগুনে ঝলসে গেছে তামাম শাসক শ্রেণী থেকে অনুগত মন্ত্রী- পাত্রমিত্র -অমাত্যরা। দেশ এখন অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনাধীন। অশান্তি রুখতে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী।

তৃতীয় কারণটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নেপালি প্রশাসন এতদিন কাঁচের ঘরের আরামে নিজেদের সুরক্ষিত মনে করে এসেছে। প্রতিবেশী দেশগুলির অশান্তি কিভাবে ধীরে ধীরে গণবিপ্লবে পরিণত হয়েছে, সেটা দেখেও কোনও শিক্ষা নেয়নি। দিনের পর দিন প্রশাসন ও সরকারি দফতরের উচ্চপদস্থ পদে একই মুখের আনাগোনা, স্বজনপ্রীতি, দেশ চালানোয় সংগঠিত পরিকল্পনার অভাব, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব কোনওদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অচলায়তনের উঁচু উঁচু প্রাচীরের ঘেরাটোপে সুখের দিন কাটিয়েছে। সেই প্রাসাদের বাইরে সাধারণ মানুষ কিভাবে দিন গুজরান করছে, তাদের চাহিদা, অভাব, দাবি, প্রত্যাশা কোনও কিছুই গুরুত্ব দিয়ে ভাবার প্রয়োজন মনে করেনি। যুবসমাজ অপেক্ষা করেছে, দিনের পর দিন ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়েছে, রোজগারের তাগিদে সেই ১৮১৪-১৫ সাল থেকে হাজার হাজার নেপালি যুবক কাজের সন্ধানে বাইরের দেশে পাড়ি দিচ্ছে। বহু ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছে। শ্রমশক্তি হারানোর সাথে সাথে 'ব্রেন ড্রেন' দেশজ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দিয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে সরকার কোনও উদ্যোগই নেয়নি। তাই সমস্যা আজকের নয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নেপালের যুবসমাজ সরকারের উপর ভরসা হারিয়ে আসছে। আজকের যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ, আজকের যুগ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ, কয়েক দশক ধরে বিশ্ব জুড়ে ডিজিটাইজেশন শুরু হয়ে গেছে, সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠেছে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান সেতু, এটি এখন কেবলমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়। সেই নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞায় 'জেন জি' সহিংস আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে।

বেশ কয়েকবছর ধরে দেশটির সার্বিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে একটা প্রশ্ন বারবার ফিরে এসেছে, বুদ্ধের দেশ কি আবার রাজতন্ত্রে ফিরে যাবে? দেশের জনগণ কি বহুদলীয় গণতন্ত্রে আস্থা হারাচ্ছে? ভুললে চলবে না, ২০০৮ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হওয়া ইস্তক কোনও সরকারই পুরো মেয়াদ টিকে থাকতে পারেনি। ওলি থেকে শুরু করে নেপালি কংগ্রেসের শের বাহাদুর দেউবা বা মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড, সবাই সুবিধামত জোট সরকার গঠন করেছিলেন, কিন্তু কেউই পুরো মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। সেটা এই সতের বছরে ডজন খানেক প্রধানমন্ত্রীর অস্তিত্ব থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। ভোট প্রাপ্তিতে তৃতীয় হয়েও যে দেশে সরকার গঠিত হয়, সেখানে জনাদেশ প্রহসনে পরিণত হয়েছে বলা যায়। উন্নয়ন থমকে গেছে, বিশ্ব ব্যাংক জানাচ্ছে নেপালে বেকারত্বের হার ২০ শতাংশ ছুঁয়েছে, যুব সমাজের সামনে কোনও স্বপ্ন নেই, ভবিষ্যত অনিশ্চিত। বাধ্য হয়ে স্বজন-স্বদেশ ছেড়ে পরিযায়ী জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। এদিকে ক্ষমতার গদি আঁকড়ে বসে আছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা-ভাবনায় আটকে থাকা কতকগুলো 'রক্তকরবী'র রাজার দল। এমত পরিস্থিতিকে এই অচলায়তন ভাঙার জন্য দরকার ছিল এক যোগ্য নেতা। সেইরকম নেতা কোনও রাজনৈতিক দল থেকে উঠে না আসার কারণে রাজা জ্ঞানেন্দ্রের নামটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহলে উঠে আসছে। গত বছর থেকে রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং 'রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি' রাজা জ্ঞানেন্দ্রের ২০০৮ সালে হারানো মসনদ ফিরিয়ে দেওয়ার সপক্ষে প্রচার চালিয়ে আসছেন, তাঁদের স্লোগান 'রাজা আও, দেশ বাঁচাও'। ভুললে চলবে না, ২০০৫ সালে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে জরুরি অবস্থা জারি এবং মাওবাদীদের শায়েস্তা করতে সশস্ত্র অত্যাচারের মত বহু বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আজ যে ঘটনা নেপালে ঘটে চলেছে ঠিক একই ধরনের গণবিপ্লব দেখা গিয়েছিল ১৯৭৯ সালে যখন তৎকালীন রাজা বীরেন্দ্র 'জুলফিকার আলী ভুট্টো'র ফাঁসির প্রতিবাদে ছাত্রদের একটা র‍্যালি সংগঠনে বাধা দিয়েছিলেন। 'রাজতন্ত্র না কি প্রজাতন্ত্র!' এই বিতর্কের মাঝে প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্রের বিবৃতি- 'নতুন প্রজন্মের ন্যায্য দাবিকে নস্যাৎ করে কতকগুলো তাজা তরুণের প্রাণ নেওয়া হল, বহু মানুষ জখম হল, সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ এবং গনতন্ত্রের চরম অবমাননা'। তিনি জেন জি'কে হিংসা ও নৈরাজ্য থেকে দূরে থাকতে এবং বিদেশী প্ররোচনায় পা না দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। স্বভাবতই সারা দেশ জুড়ে জল্পনা শুরু হয়ে গেছে, 'জেন জি'-এর এই অভ্যুত্থান কি রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপন ঘটাবে?

রেডিও আর তাতে মহালয়া পাঠ বাঙালির শারদীয়া দুর্গোৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

শুভজিৎ বসাক

মহালয়া, মুহূর্তটিকে পিতৃপক্ষের অবসানে মাতৃপক্ষের আগমনীর সময় যা পবিত্র এবং শারদোৎসবের সূচনা পর্ব হিসাবে ধরা হয়। মহালয়া আজ যেভাবে বর্তমান প্রজন্ম টিভিতে দেখে বড় হচ্ছে, তাতে এর আসল মর্মার্থ তারা বুঝতে পারে না কিছু অভিনয়কেন্দ্রিক নড়াচড়া ছাড়া, মূলতঃ এটি দেবী দর্শন অনুভবের একটা অধ্যায় আর সেই কাজটা আজও ভোরবেলায় রেডিওতে সম্প্রচারিত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের গলায় মহিষাসুরমর্দিনী পাঠ করে চলেছে। এই বাঙালি জাদুকণ্ঠে রয়েছে দুর্গাপুজোর মূল রসদ যা ছাড়া শারদোৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

একটা সময়ে শুধু রেডিওই ছিল সাধারণ মানুষের কাছে বিনোদনের মাধ্যম, এর বেশ অনেক পরেই টিভি কেনা সহজসাধ্য হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে। প্রসঙ্গত, কাঠামো-মাটি দিয়ে শুধু প্রতিমা তৈরি করা হয়, তাঁকে আরাধনা করার জন্য নিয়ম করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা নিয়ম। আর বাঙালির দুর্গোৎসবে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহিষাসুরমর্দিনী পাঠ যেন সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজটিই করে যায়।

সেইসময়ে মহালয়া শোনার মাধ্যম হিসাবে রেডিওকে আপামর বাঙালি অনেক আগে থেকে ঠিকঠাক আছে কিনা তার দেখভাল করা তোড়জোড় শুরু করে দিত। মহালয়ার মুহূর্তে ঘড়ির কাঁটায় ভোর চারটে বাজলেই সেটি চালু করে ঈশ্বরপ্রদত্ত কণ্ঠে সেই মহিষাসুরমর্দিনী পাঠ শুনতে শুনতে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটতো, এমনই ছিল তাঁর গুণ। অনেকে আবার রেডিওর সামনে বসে অর্চনা করতেন, এককথায় সেই সময়ে রেডিওকেই শারদোৎসবের মূল অঙ্গন হিসাবে ধরে নেওয়া হত, মানুষের এই নিখাদ অনুভূতি আজ অদেখা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯২১ সালে ১৬ বছরের কিশোর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হলে তাঁর ঠাকুরমা যোগমায়া দেবীর প্রচেষ্টায় ইংরেজ চিকিৎসকের অধীনে সুস্থ হলেও গলায় কণ্ঠস্বর একদম বদল হয়ে যায়। ততদিনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গান, আবৃতির কদর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

পরবর্তীকালে কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানের অডিশনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের গান শুনে রেডিওতে ভারতীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পরিচালক নৃপেণ মজুমদার তৎক্ষণাৎ তাঁকে বাতিল করে দিলেও কিছুদিন পরে একটি নাটক সম্প্রচারের জন্য ভারী ও গম্ভীর গলার প্রয়োজন পড়লে তিনিই বাতিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে ডেকে পাঠান। সেই নাটকটি পরে রেডিওতে সম্প্রচারিত হলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের দৌলতেই সমস্ত মহলে বিপুল প্রশংসিত হয়।

১৯৩১ সালে মহালয়ার সময়ে তাঁর কণ্ঠে পাঠ করা মহিষাসুরমর্দিনী ঐশ্বরিক ক্ষমতার সাক্ষী হিসাবে থেকে যায়। ১৯৭৫ সালে ভারতবর্ষ জুড়ে জরুরী অবস্থা জারি হলে বেতারের পুরোনো অনুষ্ঠান বদলের হিড়িক পড়ে যায় তারফলে ১৯৭৬ সালে উত্তমকুমারের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী 'দেবী দুর্গতিহারিণীম' নামে প্রচারিত হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা একদমই ছিল না, পরে সরকার বাধ্য হয়ে মহিষাসুরমর্দিনীই সম্প্রচারিত করেছিল।

আজ রেডিও পরিকাঠামোগত কারণে বহুলাংশেই তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেললেও সে তার প্রাসঙ্গিকতা বিশেষদিনের কাছে আজও বহাল রেখেছে। দুর্গোৎসব যেমন বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মহালয়া ছাড়া অভাবনীয় একইসাথে নিখাদ অনুভূতি সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিকতার রেশ হিসাবে রেডিওকে কল্পনাতীত করা অসম্ভব। এভাবেই উৎকৃষ্ট শিল্পীসত্ত্বার মাধ্যমে অতীত আর বর্তমান প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে, একে হারানো যাবে না কখনোই।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের ইন্দাসের ব্লক সভাপতির আসনে শেখ হামিদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক সন্ধ্যে সাতটা বেজে ২০ মিনিট। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে অতর্কিতে ঘোষণা ব্লক ও জেলা স্তর থেকে শুরু করে শহরের নেতৃত্বের নাম। দেখা যায়, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্লক ইন্দাসের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি আসনে ফের শেখ হামিদের নাম। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই রীতিমতো উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা ইন্দাসের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। ব্যান্ড পার্টি

বাজিয়ে চললো আনন্দ উল্লাস, সঙ্গে মিষ্টি মুখ এবং উড়লো সবুজ আবিরও। এই নিয়ে টানা পাঁচ বার ব্লক সভাপতি নির্বাচিত হলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা শেখ হামিদ। এদিন ইন্দাস ব্লকের গোবিন্দপুর বাজারে ব্লক সভাপতিকে সামনের সারিতে রেখে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। পরে গোবিন্দপুরের তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় সংবর্ধনা দেওয়া হয় ব্লক সভাপতিকে। সবশেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইন্দাস তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শেখ হামিদ জানান, সকল স্তরের কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর আশীর্বাদকে পাথেয় করে আগামী দিনে লড়াইয়ের জন্য তৈরি তারা। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বদা মানুষের সঙ্গে থাকে, আগামী দিনেও থাকবে এবং ২৬শে নির্বাচনের জন্য এই মুহুর্ত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বলেও তিনি জানান।

ঝাড়গ্রামে কুড়মিদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: কুড়মি সমাজের অনির্দিষ্টকালীন (রেলটেকা ও ডহর ছেঁকা) রেল ও রাস্তা অবরোধকে কেন্দ্র করে শনিবারের পুলিশি অত্যাচার ও অনৈতিক গ্রেপ্তারের অভিযোগ তুলে রবিবার কুড়মি সমাজের বিভিন্ন সংগঠনগুলির

পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। সংগঠনগুলির দীর্ঘ বিক্ষোভ মিছিল থেকে রাজ্য সরকার ও পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে স্লোগান দেওয়া হয়। যেসব নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নিঃস্বার্থ মুক্তির দাবি জানানো হয়। মিছিলে ছিলেন, কুড়মি সংগঠনগুলির নেতা তরুণ মাহাতো ও তুহিন মাহাতো-সহ অনেকেই। শহরের রবীন্দ্র পার্ক থেকে মিছিল শুরু হয়। সুভাষ পার্ক হয়ে মিছিল পাঁচমাথা মোড়ে এসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

শ্রীরামপুরে প্রৌঢ়ের মগজে ধরা পড়ল এককোষী অ্যামিবার বাসা

চিকিৎসকরা বলছেন, অতঙ্কের কারণ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: বাহির শ্রীরামপুরের বাসিন্দা প্রবীর কর্মকার (৫৬), পেশায় কল মিস্ত্রি। গত প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে তাঁর অসুস্থতা অনেকটাই বেড়ে যায়। ঘনঘন জ্ঞান হারান তিনি, হাঁটা চলার ক্ষমতাও প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রৌঢ় বলছেন, 'একটা সময় কথা জড়িয়ে যেত, কোনও জ্ঞান থাকত না।' শ্রীরামপুর শেওড়াফুলি এলাকার একটি বাড়িতে কল সারানো ও জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজ করতেন তিনি। বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার পর অবশেষে শিশু মঙ্গল হাসপাতাল হয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। দু'মাস ধরে সেই হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা চলে। চিকিৎসকরা নানা পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর বুঝতে পারেন প্রৌঢ়ের মগজে এককোষী অ্যামিবা

বাসা বেঁধেছে। চিকিৎসার পর বর্তমানে শ্রীরামপুরের বাড়িতেই রয়েছেন প্রৌঢ়। শারীরিক দুর্বলতা থাকলেও আগের থেকে অনেকটাই কম। ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। প্রৌঢ়ের স্ত্রী পম্পা কর্মকার বলেন, 'আমরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসকরাই বললেন কোনও কারণে ওঁর মস্তিষ্কে অ্যামিবা আক্রমণ করেছে। যে কারণেই শারীরিক এই অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। একদমই বিছানা থেকে উঠতে পারছিলেন না। সেই অবস্থা থেকে এখন অনেকটাই ভাল আছেন, সবার সঙ্গে কথা বলছেন, হাঁটাচলা করছেন। টাইম কলের জল না খেতে বলেছেন চিকিৎসকরা।' সম্প্রতি কেরলে ১৯ জন এই ব্রেন ইটিং অ্যামিবার আক্রমণে মারা গিয়েছেন। বাংলাতেও আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে। তবে ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে যে সুস্থ হওয়া অসম্ভব, সেকথাই বলছেন প্রবীর কর্মকার। পুকুরের জল থেকে ছড়াতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এই অ্যামিবার আক্রমণ মানেই কী মৃত্যু? চিকিৎসকরা বলছেন, 'না'। ঠিক যেমন সুস্থ হয়ে উঠলেন হুগলির এক প্রৌঢ়। তবে জানা গিয়েছে, জল থেকে মাথায় ঢুকছে অ্যামিবা, শরীরে বাসা বাঁধছে। এই আতঙ্কই এখন ঘিরে ধরেছে দেশের মানুষকে। কেরলে ১৯ জনের মৃত্যুর পর আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলাতেও।

কয়লা পাচারের অভিযোগে রঘুনাথপুরে গ্রেপ্তার ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অবৈধভাবে কয়লা পাচারের অভিযোগে রবিবার পুরুলিয়ার তিন জনকে গ্রেপ্তার করল রঘুনাথপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রাধেশ্যাম মণ্ডল, সীতারাম মণ্ডল ও বিষ্ণু মণ্ডল। তিন জনেরই বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত বামড়রা গ্রামে। রবিবার সকালে প্রত্যেককেই পুলিশ রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তুললে বিচারক তিনজনকেই পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কয়েকদিন আগেই ৯ সেপ্টেম্বর রঘুনাথপুর থানায় কয়লা পাচারের একটি মামলা হয়। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড় বাসস্ট্যান্ড থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

কোটশিলা-কাণ্ডে গ্রেপ্তার ২৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কোটশিলা রেল স্টেশনে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২৯। রবিবার অভিযুক্তদের তোলা হলো পুরুলিয়া জেলা আদালতে। অভিযুক্তদের মধ্যে ২৩ জনকে জেল হেপাজত এবং ৬ জনকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

গতকাল পুরুলিয়ার কোটশিলা রেল স্টেশনে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে রেল অবরোধের জন্য জমায়েত করে আদিবাসী কুড়মি সমাজের সমর্থকরা। পুলিশ বাধা দিতে গেলে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর বৃষ্টি করে কুড়মি সমাজের সমর্থকরা। ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হন। এরপরেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের রাতারাতি গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

হিন্দমোটরে তৃণমূলের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিন্দমোটর: হিন্দমোটরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও চার নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হলো হিন্দমোটর দেবাইপুকুর রোডে। প্রায় ৩০০ জনকে বস্ত্র বিতরণ করা হয় রবিবার। এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মৌসুমী বসু চ্যাটার্জি, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শিল্পী চ্যাটার্জি, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সদস্য দেবিকা ঘোষ, পুরসভার সিআইস তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সুব্রত মুখার্জি, টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পম্পা দাস, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডলি ঘোষ যাদব, প্রাক্তন টাউন যুব সভাপতি তথা কাউন্সিলর সন্দীপ দাস-সহ বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর ও অতিথি বৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন চার নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি পল্টু ঘোষ ও তৃণমূল কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দেবিকা ঘোষ ও পল্টু ঘোষ ও তৃণমূল কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পল্লব বিষ্ণু।

উদ্ধার নিষিদ্ধ শব্দবাজি, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: দুয়ারে কড়া নাড়ছে বাঙালির প্রিয় দুর্গাপূজা। ঠিক তার আগে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাত আটটা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বর বাজারে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার ব্যাপক পরিমাণে শব্দবাজি। আটক করা হয় দুই ব্যবসায়ীকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারংবার সতর্ক করার পরেও শব্দ বাজির বেচাকেনা এখনো বন্ধ হয়নি। ঠিক এবার পুজোর মুখেই গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ পাণ্ডবেশ্বর বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ব্যাপক পরিমাণে শব্দবাজি উদ্ধার করে এবং দু'জনকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, সেই শব্দবাজি গুলিকে ফাঁকা স্থানে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।

মহালয়ার সকালে একরত্তি নীলের দৌড় দেখল শ্যামপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: এ যেন একটি জনপ্রিয় বাংলা ছবির গানের কথার চিত্ররূপ। 'এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবো—।' রবিবার সকালে এমন দৃশ্যের সাক্ষী থাকলো শ্যামপুরের হাজোরো মানুষ। সাড়ে চার বছর বয়সী এক শিশু খালি পায়ে দৌড়চ্ছে দীর্ঘ পাঁচ কিলোমিটার ম্যারাথন রেশে। আর নির্দিষ্ট রিদমে দৌড়ে সে অনেককে পিছনে ফেলে দিচ্ছে। অন্যান্য দৌড় প্রতিযোগিরা তার থেকে বয়সে অনেক বড়। তবু লড়াই থামিয়ে রাখেনি সে। ছোট্ট ছোট্ট

পায়ে ছুটে সে বিরতিহীন ভাবেই খালি পায়ে পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে পৌঁছে গিয়েছে পাঁচ কিলোমিটার দূরের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। নীল সামন্ত। বাবা অসিত সামন্তের ছোট একটি মুদির দোকান আছে। শ্যামপুরের কালীদহ রথতলার এক রত্তির এদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে শ্যামপুর জুড়ে। উল্লেখ্য, এদিন শ্যামপুর থানার বানেশ্বরপুর প্রগতি সংঘের পরিচালনায় বানেশ্বরপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় 'সম্প্রীতি ম্যারাথন' দৌড়ের মাধ্যমে। এদিন উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল, শ্যামপুর এক ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যি, শ্যামপুর দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নদেবাসী জানা, জেলা পরিষদ সদস্যা মন্দিরা মন্ডল, সমাজসেবী কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত প্রমুখ। এক শিশুর এ হেন স্ট্যামিনা কে কূর্ণিশ জানিয়েছেন শ্যামপুরবাসী।

পূর্বস্থলীতে পরিবেশ-বান্ধব বার্তা

পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণে দশভুজা নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বড় কোবলা এলাকার এক শিল্পী দুর্গাপূজার আগে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সাধারণত মাটি, খড়, রঙ ও বিভিন্ন চট জাতীয় উপকরণে তৈরি হয় দেবী দুর্গার প্রতিমা। কিন্তু এই প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে শিল্পী রাজু বাগ তৈরি করেছেন এক অভিনব দুর্গা প্রতিমা। যার পুরোটা তৈরি হয়েছে রিসাইকেল উপকরণ দিয়ে। তাঁর তৈরি এই দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দেবে হায়দ্রাবাদে। তবে এই দুর্গা প্রতিমার উচ্চতা দুই ফুট। হায়দ্রাবাদে বসবাসকারী এক মহিলা সমাজমাধ্যমে রাজুর কাজ দেখে তাঁকে এই দুর্গা প্রতিমার তৈরি করার বরাত দেন। সেই মতো গত দুই সপ্তাহ ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন রাজু ও তাঁর

সহযোগীরা। তবে রাজুর এই কাজ প্রথম নয়। এর আগেও বিভিন্ন ফেলে দেওয়া উপকরণ দিয়ে বড় দুর্গা, বড় সরস্বতী বানিয়েছেন তিনি। এই প্রতিমায় ব্যবহৃত হয়েছে ফেলে দেওয়া নাট বোল্ট, জিআই তার, কাঠ, লোহার ব্লেড, মরচে ধরা পেরেক, লোহার জালি-সহ আরও অনেক অব্যবহৃত উপাদান। শিল্পীর সৃজনশীলতায় এই সব জঞ্জাল যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে। দেবী দুর্গার মুখ াবয়ব, অসুর বধের ভঙ্গি, প্রমাণ করছে যে আবর্জনা বলেই যাকে ফেলে দেওয়া হয়, তা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে হয়ে উঠতে পারে অনন্য শিল্প। রাজুকে তাঁর এই কাজে সহযোগিতা করেছেন তাঁরই এলাকার কয়েকজন যুবক। তাঁরাও রাজুর কাছে কাজ শিখে সাবলম্বী হতে চাইছেন। তাঁদের কথায়, শুধু এবারই প্রথম নয়। এর আগেও তাঁরা ফেলে দেওয়া বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে দুর্গা, সরস্বতী, হাঁস, মুরগি-সহ থিমের বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি এই কাজ করে কিছুটা হাত খরচ জোগাড় হয়ে যায় বলেও জানিয়েছে শিল্পীর সহযোগীরা। শিল্পী রাজু বাগ জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি সমাজকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছেন, পরিবেশ বান্ধব চিন্তা আর পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়েও শিল্প সৃষ্টি করা যায়। আর এটাই আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV
(রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ** এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.** সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং ২. ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**নয়ন মির্জা শেখ (ঋণগ্রহীতা)** **রীনা বিবি** (সহ ঋণগ্রহীতা) ল্যান - ০২৫৬৬৬৬৭৫১০০০৪১৭৪২, ০২৫৬৬৭৫১০০০৪১৭৫১, ০২৫৬৬৭৫১০০০৪১৭৮৮, ০২৫৬৬৭৫১০০০৪১৭৯৭	১. ১৯.০৬.২০২৫ ২. ১৯.০৯.২০২৫ ৩. **৩৮,৯০,৫৬০ টাকা** (আটত্রিশ লাখ নব্বই হাজার পাঁচশ ষাট টাকা) **১০.০৪.২০২৫** অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৭ ডেসিমেল আরএস এবং এলআর প্লট নং ৮৩৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৭১৫২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৬০৭০, ১৬১০৯, জেএল নং ১৯, মৌজা : গোকমা, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, তদস্থিত ভবন নির্মাণ বা গোকমা -১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** আনেরা বিবি এবং অন্যান্য; **দক্ষিণে** : মহ সাহাজামান; **পূর্বে :** নুরুল ইসলাম; **পশ্চিমে :** নুরুল হাসান।
২	**জালালুদ্দিন শেখ** (ঋণগ্রহীতা) ল্যান : ১৪৬৬৬৭৫১০০০০৪৫৩	১. ০৯.০৬.২০২৫ ২. ১৯.০৯.২০২৫ ৩. **২৪,৩০,৩২২.২৬ টাকা** (চব্বিশ লাখ তিরিশ হাজার তিনশ বাইশ টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) **২৯.০৪.২০২৫** অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একতলা ভবন অবস্থিত গ্রাম : সুন্ডিপুর, মৌজা : বেজপাড়া, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেএল নং ৬৬, দাগ নং ১৫১৮, খতিয়ান নং ৩৬২৭, পিন : ৭৪২১০২, নওদাপানুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** মালিকের জমি; **দক্ষিণে** : জাহাঙ্গীর শেখ এর ভবন, **পূর্বে :** ৯ ফুট চওড়া এজমাল রোড, **পশ্চিমে** : অজি মন্ডলের ভবন।

তারিখ : ২২.০৯.২০২৫, স্থান : মুর্শিদাবাদ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স সিদ্ধার্থ ইন্টারন্যাশনাল প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ৩৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং ৮, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "তেলেঙ্গানা রাজ্যে" স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং IIIএফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া-III, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, ৫ম তল, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
সিদ্ধার্থ ইন্টারন্যাশনাল প্রা. লি. এর পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জীব কারনানি
স্থান : কলকাতা — ডিরেক্টর
তারিখ : ২২.০৯.২০২৫ — ডিন - ০০৬০৩৯৬৯

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) -এর অধীনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

লটে সম্পত্তি (নিম্নে বর্ণিত)	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	যে সময় পর্যন্ত
ক্র. নং. ১ থেকে ৫	অনলাইন: ০৮.১০.২০২৫	বিকাল ৩.০০ টে পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইগ) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার বাস্তবিক/ গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" **এবং** "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [উক্ত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে আছে]

লট নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান ঘ) IBAPI পোর্টালে সম্পত্তির আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিবরণ
১.	**শাখার নাম: কুমারদাহঘাট (১৩৫১২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: নাসরিন পারভিন বিবি** **নাসরিন পারভিন বিবি (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- প্রদীপ ডাঙ্গা, পোঃ- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ। **মানারুল হক (জামিনদার)** পিতা- মনসার আলি, গ্রাম- প্রদীপ ডাঙ্গা, পোঃ- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ।	মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া এডিএসআর -এ রেজিস্ট্রিকৃত এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত জগন্নাথপুর মৌজার জে.এল. নং- ২৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ৫৩২১, প্লট নং- ২৩০৪, ভিটামাটি ধরনের জমি, যার পরিমাপ ০.০৩ একর, তার ও তার ওপর নির্মিত আবাসিক বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **স্বত্বাধিকারী: মানারুল হক,** পিতা- মানসার আলি, গ্রাম- প্রদীপ ডাঙ্গা, পোঃ- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০৪.০৬.২০২১ খ) ১২.১১.২০২১ গ) **১৭,১৫,৫৫৮.৭৩ টাকা (সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশো আটান্ন টাকা তিয়াত্তর পয়সা মাত্র)** উপরে উল্লিখিত নোটিশ অনুযায়ী বর্তমান তারিখ পর্যন্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ এবং চার্জ সহ।	ক) ২৮,৪৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮৪,৭০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB0U44294511	ক) ০৮.১০.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২.	**শাখার নাম:** **শাহাজাদপুর (১৮০৪২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: মেসার্স মা কৃপাময়ী হার্ডওয়্যার** **মেসার্স মা কৃপাময়ী হার্ডওয়্যার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- সন্দীপ কুমার ঘোষ** গ্রাম- মালপাড়া, পোঃ- পদ্মনাভপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৬। **সন্দীপ কুমার ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** **পিতা- সন্তোষ ঘোষ** গ্রাম- মালপাড়া, পোঃ- পদ্মনাভপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৬। **সঞ্জয় কুমার ঘোষ (জামিনদার)** **পিতা- সন্তোষ ঘোষ** গ্রাম- মালোপাড়া, পোঃ- পদ্মনাভপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৬।	হরিহরপাড়া এডিএসআর-এ রেজিস্ট্রিকৃত ২০১১ সালের ২০৭৬ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত মালপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পদ্মনাভপুর মৌজার জেএল নং ৫৬, এলআর প্লট নং ৩০৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৮১৩, ৩৮১৪, যার পরিমাপ ১০ ডেসিমেল এবং জমির প্রকৃতি বাড়ি, সেই জমি ও একতলা আবাসিক বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। স্বত্বাধিকারী: **১. সন্দীপ কুমার ঘোষ,** **২. সঞ্জয় কুমার ঘোষ,** উভয়েই পিতা- সন্তোষ ঘোষ **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ২৭.০৯.২০২২ খ) ২৮.১২.২০২২ গ) **৪,৪২,৩৫২.১৩ টাকা (চার লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো বায়ান্ন টাকা তেরো পয়সা মাত্র) ২৭.০৯.২০২২ অনুযায়ী** এবং ০২.১০.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ এবং তার সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য এবং অন্যান্য চার্জসহ।	ক) ১২,৮৪,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৮,৪০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU52295426	ক) ০৮.১০.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩.	**শাখার নাম: জিয়াগঞ্জ (০৩৩৩২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: জিতেন্দ্র কুমার জৈন (ঋণগ্রহীতা)** **তৃপ্তি জৈন,** স্বামী- জিতেন্দ্র কুমার জৈন গ্রাম- হাতিবাগান, পোঃ ও থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২৩। এছাড়াও- ৮৮/১৬৬, গাঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্ট, চতুর্থ ফ্লোর, ভাঙ্গুর পার্ক, রিষড়া, পিন- ৭১২২৪৮। **তৃপ্তি জৈন (স্বল্পবয়স্ক- বীরা জৈনের প্রতিনিধি (প্রয়াত জিতেন্দ্র কুমার জৈনের বৈধ উত্তরাধিকারী)),** স্বামী- জিতেন্দ্র কুমার জৈন, গ্রাম- হাতিবাগান, পোঃ ও থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২৩। **তৃপ্তি জৈন (নাবালক- মৃদুল জৈনের প্রতিনিধি (প্রয়াত জিতেন্দ্র কুমার জৈনের বৈধ উত্তরাধিকারী)),** স্বামী- জিতেন্দ্র কুমার জৈন, গ্রাম- হাতিবাগান, পোঃ ও থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২৩।	আজিমনগর এডিএসআর-এ রেজিস্ট্রিকৃত ২০১৯ সালের ৩২৬০ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ-আজিমনগর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত চাউলপট্টি-র হোল্ডিং নং ৯৫১/বি -এর অধীনস্থ গোলজারবাগ মৌজার জে.এল. নং-১৪, আর.এস. ২২৫/২৫৩, এল.আর. ২৮৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩৯, ১৫৮১, যার পরিমাপ ৪.৩২৮ ডেসিমেলের মধ্যে ৩.৫৫ ডেসিমেল এবং জমির প্রকৃতি ভিটি, সেই জমি ও দোতলা আবাসিক বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **স্বত্বাধিকারী: জিতেন্দ্র কুমার জৈন** পিতা- ধরম চাঁদ জৈন। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০৩.১২.২০২২ খ) ১৪.০২.২০২৩ গ) **১৮,৩৭,৭৯২.৮৭ টাকা (আঠারো লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার সাতশো বিরানব্বই টাকা সাতাশি পয়সা মাত্র) ০৩.১২.২০২২ অনুযায়ী** এবং ৩১.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ এবং তার সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য এবং অন্যান্য চার্জসহ।	ক) ২৬,৬৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৬,৪০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40485417	ক) ০৮.১০.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪.	**শাখার নাম: কান্দি (০৩৯২২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: মুক্ত চন্দ্র মন্ডল** **মুক্ত চন্দ্র মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** হোল্ডিং নং- ৩৪, গ্রাম- প্রভাকরপাড়া, পোঃ ও থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ।	কান্দি এডিএসআর-এ রেজিস্ট্রিকৃত ২০১৫ সালের ৭৬৮৭ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত কান্দি পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের হোল্ডিং নং ৩৪-এর অধীনস্থ কান্দি মৌজার জেএল নং ১৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪০১২, এলআর খতিয়ান নং ৭৫০০৪, যার পরিমাপ ২.২৫ ডেসিমেল এবং জমির ধরন ভিটি, সেই জমি ও দোতলা আবাসিক বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **স্বত্বাধিকারী: মুক্ত চন্দ্র মন্ডল,** পিতা- স্বর্গীয় কার্তিক চন্দ্র মন্ডল। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ২১.০২.২০২২ খ) ২৫.০৫.২০২২ গ) **২,১৩,৬৪০.০০ টাকা (দুই লক্ষ তেরো হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা মাত্র)** তদুপরি অতিরিক্ত সুদ এবং অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য এবং অন্যান্য চার্জসহ।	ক) ২০,২৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,০২,৮০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40272067	ক) ০৮.১০.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৫.	**শাখার নাম: মালঞ্চ (১৬১৯২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: অরুণ কুমার মন্ডল** **অরুণ কুমার মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** **পিতা- প্রয়াত বলরাম মন্ডল** গ্রাম- নতুন মালঞ্চ, পোঃ- মালঞ্চ, থানা- সামসেরগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২০২। **অনিমা মন্ডল (জামিনদার)** **স্বামী- অরুণ কুমার মন্ডল** গ্রাম- নতুন মালঞ্চ, পোঃ- মালঞ্চ, থানা- সামসেরগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২০২।	মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা এডিএসআর-এ রেজিস্ট্রিকৃত ২০০৫ সালের ২১১১ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত গজিনগর-মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ অনুপনগর মৌজার জে.এল. নং ৯০, এল.আর. প্লট নং ২০৬৩, যার এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৮১-এর অধীনস্থ ২.৫ ডেসিমেল জমি অরুণ কুমার মন্ডলের নামে এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৮২-এর অধীনস্থ ২.৫ ডেসিমেল জমি অনিমা মন্ডলের নামে, যার মোট পরিমাপ (২.৫ ,২.৫)গু ৫ ডেসিমেল এবং জমির প্রকৃতি ভিটি, সেই জমি ও একতলা আবাসিক-বাণিজ্যিক বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **স্বত্বাধিকারী: ১. অরুণ কুমার মন্ডল,** পিতা- স্বর্গীয় বলরাম মন্ডল, **২. অনিমা মন্ডল,** স্বামী- অরুণ কুমার মন্ডল। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০১.০৩.২০২২ খ) ১৮.০৬.২০২২ গ) **৪,৫৩,৩৪৩.৩৬ টাকা (চার লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশো তেতাল্লিশ টাকা ছত্রিশ পয়সা মাত্র) ০১.০৩.২০২২ অনুযায়ী** তদুপরি ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ এবং তার সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য এবং অন্যান্য চার্জসহ।	ক) ৩৯,২৮,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯২,৮০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB0U45579960	ক) ০৮.১০.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :
১. সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে**" **এবং** "**যেখানে যা আছে**" **এবং** "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২. অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩. নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে এই বিক্রয় হবে। নিলামটি **০৮.১০.২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা** পর্যন্ত **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে।
৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com** এবং **https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx** দেখুন।
৫. বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য, আগ্রহী ক্রেতারা **শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোবাইল: ৯১৬৩১৭৬১৯২** -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৯.০৯.২০২৫
স্থান: বহরমপুর
শ্রী নীল মণি
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

খানাকুলের সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের দুর্গাপুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সার্বজনীন দুর্গোৎসব ২০২৫ সালের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের ঘোষপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। ঘোষপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গনে এই পুজো মণ্ডপ গড়ে উঠেছে। এদিনের ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ, খানাকুল এক নম্বর ব্লকের বিডিও অরিন্দম মুখার্জি-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা এবং গ্রামের বিশিষ্টজনেরা। ঘোষপুর সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও

গ্রামবাসীবৃন্দের পরিচালনায় এই পুজোর বিশেষত্ব হলো, একেবারে গ্রাম্য পরিবেশে প্রতি বছর মণ্ডপে নিত্য নতুন থিম তুলে ধরা। পাশাপাশি পুজো মণ্ডপের মাধ্যমে সমাজ কল্যানের বার্তা দেওয়া। পুজো কমিটির সম্পাদক শেখ হায়দার আলি জানান, এই বছরের থিম, 'ডিভিসির জলে খানাকুলের আর্তনাদ।' আসলে প্রতি বছর অতি বৃষ্টি ও ডিভিসির জলে প্লাবিত হয় ঘোষপুর-সহ খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা। বহু মানুষ ঘর ছাড়া হন। বহু মানুষের ঘর বাড়ি ভেঙে পড়ে। জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই বছরের বন্যাতেও ধ্বংসলীলা চলছে খানাকুলে। বন্যার জন্য খানাকুলের মানুষের বুকফাটা কান্না তুলে ধরা হয়েছে থিমের মাধ্যমে। জানা গেছে, ঘোষপুর সার্বজনীন দুর্গা পুজো ৫৮ বছরে পদার্পন করেছে। সবমিলিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপূর্ব নির্দশন দেখা যাচ্ছে ঘোষপুরের এই পুজোয়। গ্রামের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এই পুজো সামিল হয়েছেন।

রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূমেও ভার্চুয়ালি দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিউড়ি কলেজ পাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে হাজির সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী শহর জেলা প্রশাসনের আধিকারিক বৃন্দ।

সবুজ রক্ষার বার্তায় মণ্ডপ নির্মাণ মালদার বাচামারি তরুণ সংঘের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সবুজ রক্ষার বার্তা দিয়েই এবারে দুর্গাপুজোর পুরো মণ্ডপ তৈরি করছেন পুরাতন মালদার বাচামারি গভর্নমেন্ট কলোনির তরুণ সংঘের কর্মকর্তারা। একটি আস্ত বহুতল তৈরি করা হচ্ছে, সবুজায়নের আকৃতি দিয়ে। সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের বক্তব্য, যেভাবে দিনের পর দিন গাছপালা কেটে কংক্রিটের জঙ্গল গড়ে উঠছে শহর জুড়ে, তাতে পরিবেশ নষ্ট হতে চলেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। গাছ না থাকলে মানুষও থাকবে না। তাই সবুজ রক্ষার বার্তা নিয়েই দুর্গা পুজোর মণ্ডপটি সম্পূর্ণ একটি বহুতল গাছের আদলেই তৈরি করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার বাচামারি গভর্নমেন্ট কলোনির তরুণ সংঘের এবারে ৪৩ তম বর্ষ। তরুণ

সংঘের পুজোর মণ্ডপ এবারে থিমের মাধ্যমে সমাজকে বার্তা দিতে চেয়েছে এবং নাম দেওয়া হয়েছে 'সবুজায়ন'। অর্থাৎ সবুজকে রক্ষার বার্তা দিয়ে তাদের এবারের এই পুজো মন্ডপ। পুরাতন মালদার এই তরুণ সংঘ ক্লাবটি প্রতি বছরই দুর্গা পুজোকে ঘিরে দর্শনার্থীদের ভালো উপহার দিয়ে থাকে এবং পুজোর কটা দিন উপচে পড়া ভিড় হয় মণ্ডপে।

সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সদস্য অসিত সাহার ভাবনায় এই সবুজায়ন বার্তা দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে পুজো মণ্ডপটি। এবারের পুজোর বাজেট প্রায় নয় লক্ষ টাকা পুজোর চার দিন মণ্ডপের সামনে চলবে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান।

ভালোবাসার টানে অবৈধ অনুপ্রবেশ, গ্রেপ্তার তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভালোবাসার টানে সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করার অভিযোগে এক বাংলাদেশি তরুণীকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। রবিবার ভোরে ইংরেজবাজার ব্লকের সীমান্তবর্তী এলাকা সুস্থানি মোড় থেকে ওই বাংলাদেশি তরুণীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই তরুণীর নাম দেবীরানি দাস (২০)। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানা এলাকায়। এদিন ভোরে মহদিপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চোরাপথ দিয়েই মালদায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে ওই তরুণী। মহদিপুর থেকে সুস্থানি মোড় এলাকার দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। ওই সীমান্ত এলাকা থেকে অনুপ্রবেশের পর দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটেই সুস্থানি মোড় চলে আসেন ওই তরুণী। কিন্তু সেখানে এসেই ব্যস্তবহুল এলাকায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে তরুণী। এদিন ভোরে সীমান্তবর্তী এলাকায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশের একটি ভ্যান টহলদারি চালানোর সময় দেবীরানি দাসকে ফাঁকা রাস্তায় দেখে সন্দেহ হয়। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার বিষয়টি সামনে আসে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই তরুণীর নাকি মালদার কোনও এক যুবকের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই যুবক নাকি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই আশ্বাসেই মহদিপুর সীমান্তের বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে কোনও একটি চোরাপথ দিয়েই ভারতে প্রবেশ করেন তিনি।

অন্যদিকে, মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হবিবপুর এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে ধরা পড়লো এক ব্যক্তি। পরে ধৃতকে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বেলডাঙা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম জাকির হোসেন সিদ্দিকী সাড়াঙ্গ (৫৮)। তার বাড়ি মুম্বাইয়ে। কয়েক মাস আগে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোনও এক সীমান্ত দিয়েই চোরাপথে বাংলাদেশ গিয়েছিল ওই মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। এরপরে এদিন মালদার হবিবপুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশের ওই সীমান্তর চোরা পথ দিয়েই ভারতে আবার অনুপ্রবেশ করতে গিয়েই কর্তব্যরত বিএসএফ জাওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। দুটি ঘটনা ক্ষেত্রেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাণ্ডবেশ্বরে বিধায়কের উদ্যোগে শুরু 'মাতৃ বন্দনা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৬০ হাজার মা বোনেদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার কর্মসূচি। এবার রবিবার থেকে শুরু হল, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ১২টি পঞ্চায়েত এলাকায় সকল মা-বোনেদের হাতে একত্রে আলতা, সিঁদুর ও টিপ পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি। এরই নামকরণ করা হয়েছে মাতৃবরণ বা মাতৃবন্দনা। রবিবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাধাইপুর এলাকায় প্রায় এক হাজার মা-বোনেদের হাতে আলতা, সিঁদুর এবং টিপ তুলে দিলেন বিধায়ক। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গে ছিলেন গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ, পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বাগদি ছাড়াও তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিধায়কের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মহিলারা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্টোর রুমে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দেবী পক্ষের আগমনের দিনই জামুড়িয়ায় ঘটল অঘটন। ভর দুপুরে জামুড়িয়ার এক সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্টোর রুমে হঠাৎই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হয়ে গেল যাবতীয় ওষুধ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আসবাবপত্র। খবর দেওয়া হয় জামুড়িয়া থানার পুলিশ এবং দমকলে। ঘটনাস্থলে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে তিনটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, ঘটনাটি ঘটে জামুড়িয়া বাইপাস সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির আশেপাশে এলাকার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে। হঠাৎ তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখতে পায়। খবর পেয়ে এলাকার মানুষ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আগুনের রেশ এতটাই তীব্র ছিল যে আসবাবপত্র-সহ ওষুধ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জামুরিয়া বোরো ১ এর চেয়ারম্যান শেখ সান্দার ঘটনাস্থলে পরিদর্শ করে জানান, 'বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের জেরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্টোর রুমে রাখা রোগী পরিষেবার যাবতীয় ওষুধপত্র বর্তমানে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।' আগুন লাগার কারণ নিয়ে কিছু জানা যায়নি।

হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত মালিয়ার কাশি বিশ্বনাথ সেবা সমিতির ডাইনিং হলে আসন্ন দুর্গাপুজোর উপলক্ষে দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না।

শেওড়াফুলি ছাতুগঞ্জে আকবর আলি খন্দকার ঘাটে পিতৃ তর্পণ করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

আরামবাগ জুড়ে রীতি মেনে মহালয়ার তর্পণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষে পূর্বপুরুষদের জন্য তর্পণ করার প্রথা প্রচলিত আছে যুগ যুগ ধরে। সেই মতো আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বিভিন্ন নদী ঘাট থেকে শুরু করে নদের ঘাট ও বড়ো জলশয়গুলিতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পন করতে দেখা যায় বহু মানুষকে। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কাল পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত। মহালয়ার ভোরে আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদের বিভিন্ন ঘাটেও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পন করতে দেখা যায় বহু মানুষকে। আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী ও যুব তৃণমূল নেতা অর্ঘ্য কুশারীকেও দেখা যায় তর্পনের মাধ্যমে পিতৃপুরুষদের জল দান করতে। স্বপন নন্দী বলেন, 'এই দিনটা পবিত্র দিন। পূর্বপুরুষেরা অপেক্ষা করে থাকেন। তাদের জল ও পিণ্ডদান করা হয়। আরামবাগের পাঁড়ের ঘাটে তর্পন করলাম।' প্রসঙ্গত, পুরাণ অনুযায়ী পিতৃপক্ষের সময় পূর্বপুরুষরা পৃথিবীতে নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এ সময় তাঁরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পিণ্ড ও জল গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে সন্তানের পাশে থাকেন। এই পক্ষে অন্ন ও জল দিলে পূর্বপুরুষরা শক্তি পান। যার ভিত্তিতে তিনি

পরলোকে যাত্রা করতে পারেন ও পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ করেন। এই বিষয়ে আরামবাগ দ্বারকেশ্বর নদে আসা এক ব্রাহ্মণ্য দ্বৈইপায়ন চক্রবর্তী বলেন, 'আজ দেবীপক্ষের আগমন। মহালয়া অমাবস্যা। তিল তর্পন করা হল নদীঘাটে।' এই বিষয়ে এক গৃহবধূ বলেন, 'স্বামী সঙ্গে তর্পন করতে এসেছি। শ্বশুর মশাইয়ের উদ্দেশ্যে তর্পন করা হল।' সবমিলিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের এদিন তর্পণ করতে দেখা যায় দ্বারকেশ্বর নদের ঘাটগুলিতে।

আন্দোলন প্রত্যাহার আদিবাসী কুড়মি সমাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অবশেষে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা অজিত প্রসাদ মাহাতো। রবিবার তিনি বলেন, 'একদিনের জন্য রেল অবরোধ করার কথা ভেবেছিলাম আমি। তবে সব দিক বিবেচনা করে আপাতত রেল অবরোধ স্থগিত রাখা হচ্ছে।' তবে এদিন রেল অবরোধ রুখ তে পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। অজিত মাহাতো বলেন, 'পুলিশ রীতিমতো জুলুম করে বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলায় আন্দোলন করতেই দেয়নি। এর প্রতিবাদে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ সভা করা হবে। পুরুলিয়া ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে এই সভা। এতে ঝাড়খণ্ড থেকেও কুড়মি নেতারা অংশ গ্রহণ করবেন।' এদিকে শনিবার পুরুলিয়ার কোটশিলা রেল স্টেশনে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় মোট ২৯ জনকে।

রেলপাড় অগ্রগামী ক্লাবের দুর্গামণ্ডপে কাল্পনিক মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতিবছর পানাগড়ের রেলপাড়ের দুর্গাপুজো জেলা বা রাজ্যে কোনও একটি স্থান গ্রহণ করে। সেই আশা নিয়ে এবারও কাল্পনিক একটি মন্দিরের আদলে শুরু হয়েছে পুজোর মণ্ডপ। মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে বাঁশের বাতা, থার্মোকল-সহ গ্রাম্য পরিবেশে সহজেই পাওয়া উপকরণ দিয়ে। এবছর এই ক্লাবের পুজো ৫৮ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। মহা ধুমধামে পুজোর আয়োজন করার পাশাপাশি। পুজোর চারটে দিন নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ক্লাবের সদস্য ঋদ্দিস বৈদ্য জানিয়েছেন, এবছর তাদের পুজোর বাজেট ১২ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা। প্রতিবছর তাদের পুজো এলাকাবাসীর নজর কাড়ে। এবছরও তাদের মণ্ডপ সকলের নজর কাড়বে বলে তার দাবি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী এবছর পুজোর অনুদান হিসেবে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার চেক পেয়েছেন তারা। সেই অনুদানের টাকায় তাদের পুজো আরো জাঁকজমক করা হবে বলে তাঁর দাবি। ক্লাবের আরেক সদস্য সুদিন গড়াই জানিয়েছেন, প্রতিবছর তারা নতুনত্ব ভাবনা নিয়ে পুজোর আয়োজন করেন। সেইমতো এ বছরও কাল্পনিক একটি মন্দিরের আদলে তাদের পুজোর মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মণ্ডপের সঙ্গে মানানসই দেবী মূর্তি আনা হবে। তাঁর দাবি, এ বছর

তাদের পুজো কোথাও না কোথাও স্থান গ্রহণ করবে। বিগত দিনেও তাদের পুজো ব্লকে বা জেলায় স্থান গ্রহণ করেছে। পুজোর চারটে দিন নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিচিত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। নদীয়ার শান্তিপুর থেকে আশা মন্ডপ শিল্পী সিধু দেবনাথ জানিয়েছেন, তাদের এই মন্ডপ তৈরি করতে প্রায় এক মাস ১০ দিন সময় লাগছে। যার মধ্যে আর মাত্র ১০ দিন হাতে সময় রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তারা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবেন বলে দাবি।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সরকারি জায়গায় ঘর বাধাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। রাতের অন্ধকারে দোকান ঘর ভাঙচুর। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের ব্লকের যোগেশগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের হেমনগর যোগেশগঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় মিঠাখালি খালের ওপরে। অভিযোগ, খালের উপরের জমি দখল করে এলাকার বাসিন্দা রবি প্রামাণিক। প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বেআইনিভাবে পরপর দু'টি দোকান ঘর বাঁধছিল। একদিকে, প্রধান রুপা মণ্ডলের স্বামী দলবল, অন্যদিকে উপপ্রধান-এর ছেলে দেবব্রত বৈদ্য দলবল সরকারি পি ডব্লিউ ডি জায়গার উপরে দোকান ঘর নির্মাণ করেন। টাকা না দেওয়ায় দোকান ঘর ভেঙে দেন উপপ্রধানের ছেলের দলবল। আবারও প্রকাশ্য এলো তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। এবিষয়ে বিজেপির বসিরহাটের জেলার জিএস তুলসী দাস বলেন, 'এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে তৃণমূলের কোন্দল ততোই বাড়বে।' পাল্টা তৃণমূলের হিঙ্গলগঞ্জের বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ সুরজিৎ বর্মন বলেন, 'এটা কোনও তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নয়। এটা ব্যবসায়ীদের নিজের স্বার্থে সরকারি পি ডব্লিউ ডি জায়গা দখল করাকে নিয়ে গন্ডগোল। প্রশাসন বিষয়টা দেখুক।'

বটের ছায়া হয়ে বেঁচে থাক রাজা দীর্ঘকাল

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: সম্প্রতি মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া জীবন কেড়ে নিয়েছে শাপলা, শালুক পত্রিকার সম্পাদক, কবি রাজা দেবনাথকে। যদিও সশরীরে আমাদের মধ্যে রাজা আজ নেই। মহালয়ার পূণ্য প্রভাতে সকলের মধ্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস শুরু হল বর্ধমান টাউন হল চত্বরে একটি বটবৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে। নিজের পত্রিকার সম্পাদক ছাড়াও রাজা একাধিক সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। এদিন রাজার স্মৃতিতে বর্ধমান টাউন হল মাঠে বট বৃক্ষের চারা রোপণ করা হল। কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকা রাজার প্রিয় মানুষেরা জানান, 'বট গাছটি বড় হবে, সেটা শীতল ছায়া দিলে সেখানে মানুষ এসে একটু শান্তিতে বসতে পারবেন আর এছাড়াও বটবৃক্ষের যে ফল সেই ফল পাখিরা খেতে পারবে, পাখিদের কল কাকলিতে ভরে উঠবে টাউন হল প্রাঙ্গন। এভাবেই রাজা বেঁচে থাকবে সকলের মনের মধ্যে।' রাজার বোন শুভ্রার বক্তব্য, 'আর যেন কোন শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ না করে, বিয়ের সময় কুষ্টি বিচার করার আগে পাত্র-পাত্রীর রক্ত পরীক্ষা করা আবশ্যিক। আর কোনও মানুষ যেন এইরকম মারণ যন্ত্রণায় ছটফট করে না মারা যায়। আর যেন কোনও

রাজাকে এইভাবে অকালে চলে যেতে না হয়। তাই বটবৃক্ষের মাধ্যমে আমার দাদা রাজা সকলের মধ্যে বেঁচে থাক এই আমি চাই।' বৃক্ষ রোপণের সঙ্গে সঙ্গে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' এই গানটি যেন বারবার বলে উঠছিল সকলের মনের মধ্যে নিঃশব্দে জায়গা করে নিয়েছিল অভিমানী এবং প্রাণচঞ্চল রাজা দেবনাথ। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের প্রাক্তন-সহ তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকর্তা অরবিন্দ সরকার, গোলাপবাগ পত্রিকার সম্পাদক প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান মিউনিসিপাল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুনাভ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাংবাদিক অরূপ লাহা, সুপ্রকাশ চৌধুরী, ও রাজার একমাত্র বোন শুভ্রা দেবনাথ, মৃত রাজা দেবনাথে বড়দাদা সমান বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ চৌধুরী, ছিলেন বর্ধমান সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বট মুন্সী।

কাঁকসা ফরেস্ট ডাঙায় দেবীর মন্ত্র উচ্চারিত হয় অলচিকি ভাষায়

সুজিত ভট্টাচার্য্য

কাঁকসা: পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার শহর জুড়ে শতাধিক বিগ বাজেটের দুর্গাপুজো ও বনেদি বাড়ি-সহ ঐতিহাসিক পুজোর বিশেষত্ব অনেকেরই জানা রয়েছে। কিন্তু কাঁকসার জঙ্গল মহলের গভীর জঙ্গলে এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুর্গাপুজো আজও অনেকেরই অজানা। কাঁকসা ব্লক জঙ্গলমহল নামেই পরিচিত। জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানান ইতিহাস। এই জঙ্গলে রয়েছে বহু আদিবাসী গ্রাম। তেমনই একটি আদিবাসী গ্রামে বহু বছর ধরে সকলের অজান্তেই হয়ে আসছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুর্গাপুজো। সেখানে কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নয়, বংশ পরম্পরায় এই পুজো করেন আদিবাসী পরিবারের সদস্যরাই। কাঁকসার জামডোবা সংলগ্ন ফরেস্ট ডাঙা আদিবাসী গ্রামে বহু বছর ধরে এই পুজো করে আসছেন স্বপন হাঁসদা। তবে প্রায় শতাধিক বছরের ওই পুজো

পারিবারিক হলেও বর্তমানে সার্বজনীন পুজোর আকার নিয়েছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো আদিবাসী গ্রামগুলিতে সেভাবে দেখ া যায় না বললেই চলে। তবে এই ছোট্ট গ্রাম ফরেস্ট ডাঙার বাসিন্দারা মেতে ওঠেন মা দুর্গার আরাধনায়। স্বপন বাবু জানিয়েছেন, তাঁর বাবার দাদু রসিক হাঁসদা প্রথম দুর্গাপুজো প্রচলন করেন বাড়িতে। তবে সেই সময় ঘট পুজো হতো। দারিদ্রতার কারণে কোনও প্রতিমা পুজো করতে পারেননি। এই পুজোর শুরুর পিছনে একটি দুর্ঘটনার কথা জানিয়েছেন স্বপন বাবু। তিনি জানান, এক সময় রসিক বাবু জঙ্গলে গিয়েছিলেন শিকার করতে। সেই সময় রসিক বাবুর পায়ে একটি বড় কাঁটা ঢুকে যায়। ব্যথাতে ছটফট করতে করতে তিনি জঙ্গলে থাকা একটি মন্দিরে আশ্রয় নেন। সেখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গার কাছে পায়ের অবস্থা ঠিক করার জন্য প্রার্থনা করেন। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে দ্রুত সেটি ঠিক হয়ে যায়। তখনই দেবী দুর্গার প্রতি রসিক বাবুর আস্থা ও বিশ্বাস জন্মায়। তিনি দেবী দুর্গার ভক্ত হয়ে ওঠেন। নিজের বাড়িতে একটি 'মাটির ঘট' রেখে দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে নিত্য পুজো শুরু করেন। তখন থেকেই বাড়িতে শুরু হয় দুর্গাপুজো। তবে সে সময় বাড়িতে কোনও প্রতিমা আসত না। ঘটপুজো করে চার দিন দুর্গাপুজো করা হত। পরবর্তীকালে স্বপনবাবুও একই ভাবে পুজো পরিচালনা করে আসছেন। প্রায় ১০ বছর আগে ঘটের পরিবর্তে স্বপনবাবু বাড়িতে প্রতিমা পুজো শুরু করেন। এখানে কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নয়, তিনি নিজেই পুজো করেন। পুজোর মন্ত্র পড়া হয় অলচিকি ভাষাতেই। কিছুটা বাংলাভাষাও থাকে। পুজো চারদিন এলাকায় বহু মানুষের সমাগম ঘটে। শুধু পুজো নয় এখানে নবমীর দিন গ্রামের মহোৎসবের ব্যবস্থাও করা হয়। পুজোর বিপুল খরচ জোগাতে পেশায় দিনমজুর স্বপন হাঁসদার পাশে দাঁড়ান ওই গ্রামের পাশাপাশি পাশের জামডোবা গ্রামের বাসিন্দারাও।

দেশবাসীকে মহালয়ার শুভেচ্ছা মোদী-শাহের

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: দেশবাসীকে মহালয়ার শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মা দুর্গার ঐশ্বরিক আশীর্বাদ অটল শক্তি, স্থায়ী সুখ ও সুস্বাস্থ্য বয়ে আনুক, এটাই প্রার্থনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'সবাইকে শুভ মহালয়ার শুভেচ্ছা! দুর্গাপূজার পবিত্র দিনগুলি যতই এগিয়ে আসছে, আমাদের জীবন আলো এবং উদ্দেশ্যে ভরে উঠছে। মা দুর্গার ঐশ্বরিক আশীর্বাদ অটল শক্তি, স্থায়ী আনন্দ এবং চমৎকার স্বাস্থ্য বয়ে আনুক।'

সবাইকে শুভ মহালয়ার শুভেচ্ছা! দুর্গাপূজার পবিত্র দিনগুলি যতই এগিয়ে আসছে, আমাদের জীবন আলো এবং উদ্দেশ্যে ভরে উঠছে। মা দুর্গার ঐশ্বরিক আশীর্বাদ অটল শক্তি, স্থায়ী আনন্দ এবং চমৎকার স্বাস্থ্য বয়ে আনুক।

— **নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

শুভ মহালয়া! এই পবিত্র মহালয়ার মাহেন্দ্রক্ষণে হৃদয়ের গভীর থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মায়ের স্নেহ ও অপরিসীম করুণাধারা প্রতিটি প্রাণে বয়ে আনুক আনন্দ, শক্তি, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের উজ্জ্বল আভা। জীবনের প্রতিটি অন্ধকার মুছে যাক, জাগ্রত হোক নতুন আশার দীপশিখা।

— **অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী**

মহালয়া উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লেখেন, 'শুভ মহালয়া! এই পবিত্র মহালয়ার মাহেন্দ্রক্ষণে হৃদয়ের গভীর থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।' অমিত শাহ আরও লেখেন, 'মায়ের স্নেহ ও অপরিসীম করুণাধারা প্রতিটি প্রাণে বয়ে আনুক আনন্দ, শক্তি, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের উজ্জ্বল আভা। জীবনের প্রতিটি অন্ধকার মুছে যাক, জাগ্রত হোক নতুন আশার দীপশিখা।'

উৎসাহ-উদ্দীপনায় দেশজুড়ে নমো যুবা দৌড়ের আয়োজন

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে দেশজুড়ে রবিবার আয়োজিত হল নমো যুবা দৌড়। এদিন সকালে জয়পুরে নমো যুবা দৌড়ের সূচনা করেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নিজের জন্মদিন সেবা পক্ষকালের মাধ্যমে উদযাপন করতে চান। তাই, আমরা রাজস্থানে এটি আয়োজন করেছি এবং এর অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছি, যাতে রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক রাজ্য সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পান।'

লখনউতে নমো যুবা দৌড়ের আয়োজন করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মধ্যপ্রদেশের ভোপালে নমো যুবা দৌড়ের শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে শুরু হওয়া সেবা পক্ষকালে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে তরুণদের জন্য একটি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে, যা ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী পর্যন্ত চলবে। আসক্তিমুক্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং দেশীয় পণ্য গ্রহণের মাধ্যমে ভারত একটি রোল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।'

বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল মুম্বইতে 'স্বামী বিবেকানন্দ রান, ২০২৫'-এর সূচনা করেন। গুজরাতের মন্ত্রী রুশিকেশ প্যাটেল আহমেদাবাদে 'নমো যুবা রান'-এর উদ্বোধনের পর তাতে অংশগ্রহণ করেন। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি কুরুক্ষেত্রে 'নমো যুব রান'-এর যাত্রার সূচনা করেন। আবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং অভিনেতা মিলিন্দ সুমন ওরলির কোস্টাল রোড প্রোমেনেডে 'নমো যুব রান'-এর সূচনা করেন।

যোগীকে খুনের হুমকি, গ্রেপ্তার যুবক

লখনউ, ২১ সেপ্টেম্বর: সমাজমাধ্যমে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগের ঘটনার তদন্তে নেমে উত্তরপ্রদেশের মথুরা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি ওই যুবক সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে। সেখানে সে যোগীকে খুনের হুমকি দেয়। শুধু তাই নয়, ভিডিওতে অভিযুক্তের হাতে একটি বন্দুকও ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের ঠিকানা হাতে পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে তৎপর হন তদন্তকারীরা। তার বাড়িতে পৌঁছলে সে ছাদে উঠে পালানোর চেষ্টা করে। এমনকী, পুলিশকে ভয় দেখাতে সে শূন্যে গুলিও চালায় বলে অভিযোগ। মথুরার পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সুরেশচন্দ্র রাওয়াত বলেন, 'যুবককে গ্রেপ্তার করতে আমাদের তিন থেকে চার ঘণ্টা লেগে যায়। কিছুতেই সে ছাদ থেকে নীচে নামতে চাইছিল না। এরপর কয়েকজন আধিকারিক সিঁড়ি ব্যবহার করে বারান্দার পিছনের দিক দিয়ে ছাদে ওঠেন। তারপর সে ধরা পড়ে যায়।' পুলিশের দাবি, জেরায় অভিযুক্ত নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। রাগ থেকেই সে এমন হুমকি দেয় বলে জানিয়েছে তদন্তকারীদের। কিন্তু কী ভাবে তার কাছে বন্দুক এল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এবার ভূমিকম্প বাংলাদেশে

ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর: আফগানিস্তানের পর এবার ভূমিকম্পের কবলে ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশ। রবিবার বেলা ১২টা নাগাদ মাঝারি মাত্রার কম্পন অনুভূত হল ইউনুসের দেশে। জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০ মাত্রার। বাংলাদেশের পাশাপাশি কম্পন অনুভূত হয়েছে, ভারতের মেঘালয়-সহ উত্তর-পূর্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। অবশ্য এই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ২৫.০৪ ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিটিউড এবং ৯১.৫৭ ইস্ট লঙ্গিটিউডে। মাটি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার নীচে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জির কাছে সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ। যদিও ভূমিকম্পের জেরে এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশ ও মেঘালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কম্পন অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, এই ভূমিকম্পের একাধিক আফটার শক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের দাবি অনুযায়ী, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, মেঘালয় এবং এর সংলগ্ন অঞ্চলগুলি সক্রিয় ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এখানে ছোট থেকে মাঝারি ভূমিকম্প অস্বাভাবিক নয়। এই অঞ্চলে আগেও ভূমিকম্পের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে আফটার শকের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়েছে।

এদিকে, রবিবার গুজরাতের কচ্ছ অঞ্চলে ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে। দুপুর ১২টা ৪১ নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মাটি থেকে ১২ কিলোমিটার নীচে।

ভোটের বিহারে এবার আইনজীবীদের ভাতা

পটনা, ২১ সেপ্টেম্বর: চলতি বছরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিরোধীদের টক্কর দিতে কার্যত 'কল্পতরু' মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সেই লক্ষ্যে এবার রাজ্যের আইনজীবীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করল বিহারের এনডিএ সরকার। এখন থেকে রাজ্যের উঠতি আইনজীবীদের মাসে ৫ হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ড বা বৃত্তি দেবে নীতীশ সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। যেখানে তিনি বলেন, 'রাজ্যের আইনজীবীদের আগামী ৩ বছর পর্যন্ত প্রতিমাসে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। ১ জানুয়ারি ২০২৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত যারা আইনজীবী হিসেবে সরকারের খাতায় নথিভুক্ত তাঁদের জন্য বরাদ্দ হবে এই বৃত্তি। বিহার বার কাউন্সিলের মাধ্যমে আগামী ৩ বছর পর্যন্ত এই বৃত্তি দেওয়া হবে। এছাড়াও আইনজীবীদের অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে রাজ্য আইনজীবী সমিতিগুলিকে ই-লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। উপহারের এটাই শেষ নয়। উপমুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, 'এনডিএ সরকারের তরফে বিহার অ্যাডভোকেটস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কমিটিকে সহায়তার জন্য ৩০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। আয়কর সীমার নীচে থাকা আইনজীবীরা মুখ্যমন্ত্রী তহবিল থেকে চিকিৎসা সহায়তা পাবেন। এছাড়াও মহিলা আইনজীবী সমিতিগুলিতে সরকারের উদ্যোগে বিশেষ টয়লেট স্থাপন করা হবে।'

উল্লেখ্য, নির্বাচনকে মাথায় রেখে নিজের ভোটের ঝুলি ভরাতে খয়রাতির অফুরান ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন নীতীশ। বিহার বিকাশ মিত্র প্রকল্পের মাধ্যমে মহাদলিত বিকাশ মিশনের অধীনে কর্মরত প্রত্যেককে ট্যাব কেনার জন্য ২৫ হাজার টাকা করে দেবে সরকার। পাশাপাশি কর্মীদের পরিবহণ ভাতা বাবদ মাসিক ১৯০০ টাকা বাড়িয়ে ২৫০০ টাকা করা হয়েছে। স্টেশনারি ভাতা ৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে।

ময়দান

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন অখ্যাত মিঠুন মানহাস

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর: বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যে কোনও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচের থেকেও কম আকর্ষণীয় নয়, তার প্রমাণ মিলল ফের। শনিবার নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বাসভবনে একটি বেসরকারি বৈঠকে বিসিসিআইয়ের আগামী সভাপতি পদে চমকপ্রদ নাম উঠে আসে- মিঠুন মানহাস। রবিবার তিনি মনোনয়ন পেশ করেছেন বলে জানিয়েছেন রাজীব শুক্লা। অবাক করার মতো বিষয়, ভারতীয় দলের হয়ে একটিও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি মিঠুন। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির অন্যতম ভরসাযোগ্য ব্যাটার ছিলেন দীর্ঘদিন। দিল্লির অধিনায়কত্বও করেছেন। বর্তমানে তিনি জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। রবিবার মুম্বইয়ে মানহাস সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাঁর মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা জানিয়ে ভারতীয় বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা সাংবাদিকদের বলেন, 'পরের টার্মের জন্য নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার মিঠুন মানহাস সভাপতি হচ্ছেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার নয়াদিল্লিতে অমিত শাহের বাসভবনে যে বৈঠক হয়, সেখানে সভাপতি এবং বোর্ডের অন্য পদের দৌড়ে থাকা সকলকেই আসতে বলা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, সেখানেই মানহাসের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। সচিব পদে থাকছেন দেবজিৎ শইকিয়া। সহ-সভাপতি এবং যুগ্ম সচিব যথাক্রমে রাজীব শুক্লা এবং প্রভতেজ সিংহ ভাটিয়া। সভাপতির দৌড়ে যাঁর নাম সকলের আগে ছিল, সেই কর্নাটকের রঘুরাম ভাট বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ হচ্ছেন। আইপিএলের চেয়ারম্যান থাকছেন অরুণ ধুমল। অ্যাপেক্স কাউন্সিলে থাকছেন জয়দেব শাহ। আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলে জায়গা পেয়েছেন মামন মজুমদার। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে জম্মুর মানহাসের বোর্ড সভাপতি হওয়াটাই সবচেয়ে বড় চমক।

সাম্প্রতিক অতীতে শোনা গিয়েছিল, বিসিসিআই সভাপতির দৌড়ে রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতো বিশ্বজোড়া জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আবারও বোর্ডের শীর্ষপদে ফিরতে পারেন, এমন ধারণাও ছড়িয়েছিল। হরভজন সিংয়ের নামও আলোচনায় আসে কিছু মহলে। কিন্তু সর্বশেষ হিসেব বলছে, মিঠুন মানহাসই বোর্ডের সর্বোচ্চ পদে বসতে চলেছেন।

প্রশ্ন উঠছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতা নেই, বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা নেই, তবুও কেন তাঁকে ভাবা হল এত বড় দায়িত্বে? অনেকের মতে, এর পেছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক সমীকরণ। ভারতের ক্রিকেট প্রশাসনে রাজনীতির প্রভাব নতুন কিছু নয়। বোর্ড প্রেসিডেন্ট পদের মতো ক্ষমতাশালী আসনে কাকে বসানো হবে, তা নির্ভর করে মাঠের পারফরম্যান্সের থেকেও বেশি রাজনৈতিক সমঝোতার ওপর।

সব মিলিয়ে, বোর্ড নির্বাচনের এই লড়াই একেবারেই ক্রিকেট মাঠের বাইরের খেলা। কে সভাপতি হবেন, কে কোষাধ্যক্ষ বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন- এসব সিদ্ধান্তের নেপথ্যে থাকে ক্ষমতা, প্রভাব আর কূটনীতির জটিল সমীকরণ। একটি বিষয় পরিষ্কার- বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যে কোনও বড় টুর্নামেন্টের মতোই নাটকীয়তা, উত্তেজনা আর আলোচনায় ভরপুর।

চেলসিকে হারাল ম্যান ইউ, জিতে শীর্ষে লিভারপুল

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ২১ সেপ্টেম্বর: ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-১ গোলে চেলসিকে হারাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। মাইলফলক ছোঁয়া গোলে ব্রুনো ফের্নান্দেস ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন। ইউনাইটেডের জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২০০তম ম্যাচে ১০০তম গোলের দেখা পেলেন এই পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। এরপর ব্যবধান বাড়ান কাসেমিরো। তবে গোল করার কিছুক্ষণ পর লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। চেলসির গোলটি করেন ট্রেভো শ্যালাবা।

মরসুমে বাজে শুরুর জন্য চাপে ছিলেন ইউনাইটেড কোচ হুবেন অ্যামুরি। গুঞ্জন ছিল, চেলসির কাছে হারলে বরখাস্ত হতে পারেন তিনি। এই জয় আপাতত স্বস্তি দিল ইউনাইটেড কোচকে। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে উন্নতি করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। পাঁচ ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে উঠে এসেছে তারা। সমান ম্যাচে প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া চেলসি ৮ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে।

ম্যাচে বল পজেশনে পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণে দাপট দেখায় ইউনাইটেড। গোলের জন্য তাদের ১১ শটের চারটি ছিল লক্ষ্যে। চেলসির পাঁচ শটের একটি লক্ষ্যে ছিল।

অন্য ম্যাচে, শুরুটা লিভারপুল করেছিল চ্যাম্পিয়নদের মতোই। জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও শেষ ম্যাচে দেখা গেল ছন্দের অভাব। তবে ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষকে জয় পেতে দেয়নি অলরেডরা। অ্যানফিল্ডে শনিবার এভারটনকে ২-১ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল লিভারপুল। রায়ান গ্রাভেনবার্চ লিভারপুলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান উগো একিতিকে। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল শোধ করেন ইদ্রিসা গেয়ি।

প্রিমিয়ার লিগে টানা পাঁচ ম্যাচেই জিতেছে লিভারপুল। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে, এক ম্যাচ কম খেলা আর্সেনাল আছে দুইয়ে, লিভারপুলের চেয়ে তারা পিছিয়ে আছে ৬ পয়েন্টে। ৫ ম্যাচ খেলা টটেনহ্যামের পয়েন্টও ৯, ক্রিস্টাল প্যালেসের পয়েন্টও তাদের সমান। ৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে এভারটন আছে টেবিলের অষ্টম স্থানে।

সাধনা ক্রিয়েটিভ আকাদেমির উদ্যোগে বেহালাতে হয়ে গেল এক সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। আয়োজক স্নিগ্ধা চ্যাটার্জী। সেখানেই হাজির ছিলেন সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। তিনি যেমন ক্রিকেট অন্ত প্রাণ, তেমন আবার কবি ও সঞ্চালকও।

ম্যাচের আগেই ট্রফির স্বাদ পাবে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবারই আইএফএ কলকাতা লিগ ২০২৪ সালের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। এই মরশুমেও কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দড়গোড়ায় ইস্টবেঙ্গল। সোমবার ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠেই খেলতে নামবে তারা। সেই ম্যাচে ড্র করলেই কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। তবে এই ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল চমক থাকছে ইস্টবেঙ্গলের জন্য। সোমবার ম্যাচ শুরুর আগেই ইস্টবেঙ্গলের হাতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি তুলে দেওয়া হবে।

সোমবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে দুপুর দুটোয় এই ট্রফি তুলে দেবেন কলকাতার মহানাগারিক ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এমনটাই জানিয়েছে আইএফএ। পাশাপাশি আইএফএ -এর তরফে জানানো হয়, অন্যান্য ডিভিশনের পুরস্কার শারদৎসবের পর আইএফএর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেওয়া হবে। এরপরই দুপুর ৩ টেয় অনুষ্ঠিত হবে সুপার সিক্স পর্বে ইস্টবেঙ্গলের অন্তিম ম্যাচ। ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ট্রফি তুলতে গেলে জিততেই হবে। অন্যদিকে ড্র করে এক পয়েন্ট সংগ্রহ করলেই চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। সোমবার ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা ডাবল ট্রফির আশায় মাঠে ভিড় করবেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the **D.P.O, WBCADC, Ranaghat-II Project** against **NIT No. 03/2025-2026, Dated: 19.09.2025** for "**Construction of new poultry brooder unit at WBCADC Ranaghat-II Project Campus [Amounting to Rs. 5,71,416.00]**.

For details please contact the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC, Ranaghat-II Project

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/459/25-26 Dated 20.09.2025	Upgradation of road from Indrajit Mondal's House to Pratap Dutta's House In Ward No- 25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.Project Name-A.P.A.S, Poling Station No.-113, Proposal Sl. No- 1, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,90,180.00
WBMAD/ULB/RSM/460/25-26 Dated 20.09.2025	Construction of Concrete Road at Laltu's Jeans Factory tp Hiralal Saha's house In Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,A.P.A.S, Poling Station- 113, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,88,977.00
WBMAD/ULB/RSM/462/25-26 Dated 20.09.2025	Construction of Road & Covered Surface Drain atTarafder para Road House of Bapi towards House of Masum In Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 112, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,59,821.00

Bid Submission end date: **29.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/461/25-26 Dated 20.09.2025	Construction of Road & Drain at Hazi Abdul Hamid Lane, House of Ahamed Ali Shek To Siraj Mondal's House In Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 112, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 5,20,118.00

Bid Submission end date: **29.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/441/25-26 Dated 19.09.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 1/301) from Chanchal Pal's House to Jharna Ghosg's House at Booth No.-301 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 2,64,951.00

Bid Submission end date: **29.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/451/25-26 Dated 20.09.2025	The Construction of Proposed C.C. Road from (marked as Sl. 6/256) Mukul Barman's House of Mamoni Mondal's House at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,32,608.00
WBMAD/ULB/RSM/452/25-26 Dated 20.09.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Late Subrata Chakraborty to Bijan Kanan Socity (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 142 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 5,54,004.00
WBMAD/ULB/RSM/453/25-26 Dated 20.09.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Joy Mondal to H/O Tarun Ghosh (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 142 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.-151, Sonarpur Uttar.	Rs. 2,68,316.00
WBMAD/ULB/RSM/454/25-26 Dated 20.09.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from Kidzee School (Indo) towards Bhattacharjee Para Rath Bari (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 245 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 3,84,347.00
WBMAD/ULB/RSM/455/25-26 Dated 20.09.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Sk. Babu Sona to Main Road (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 214 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 4,34,162.00

Bid Submission end date: **29.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/421/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of Brick Pavement Road from Rina Sing's house to Sanjay Barik's house near Goutam para in Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-7) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,04,635.00
WBMAD/ULB/RSM/422/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Suren Pradhan to H/O Shibnath Mondal (Proposed Sl. No.- 6) at Booth No.- 140 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,47,601.00
WBMAD/ULB/RSM/423/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of Brick Pavement Road From Utpal Bhattacharya House To Bubai Das House Near Goutam Para In Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Proiect Name-A.P.A.S, Poling Station- 82, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,10,973.00
WBMAD/ULB/RSM/424/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of Brick Pavement Road from Utpal Bhattacharya's House to Sandip Bhattacharya's house near Goutam Para in Ward No-16 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,36,323.00
WBMAD/ULB/RSM/425/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of Road from Subal Mondal's house to Pankaj Halder's House near Goutam Para in Ward No-16 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-6) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,64,778.00
WBMAD/ULB/RSM/426/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of Concrete Road at Sujay Sardar's Goli Near K.M.R.C Rd. in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-117(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,81,457.00
WBMAD/ULB/RSM/427/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of road from Nitai Chandra's House to Satya Dulal Show's House in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-68(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,04,070.00
WBMAD/ULB/RSM/428/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of drain from Sani Mandir to Biswajit Bhattacharya's house in Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-68, Proposal Sl No-6, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,38,230.00
WBMAD/ULB/RSM/429/25-26 Dated 19.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Sukumar Mistry to Pulin Shepay in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 52 (Proposul Serial No - 02), within 147 Sonarpur A.C.	Rs. 2,92,898.00

Bid Submission end date: **29.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/442/25-26 Dated 20.09.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Jagadish Barik to H/O Gouri Bhattacharya (Proposed Sl. No.- 5) at Booth No.- 140 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs.1,92,057.00
WBMAD/ULB/RSM/443/25-26 Dated 20.09.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Raja Naskar to H/O Pompa Porya (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 146 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 6,59,068.00
WBMAD/ULB/RSM/444/25-26 Dated 20.09.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Raju Das to H/O Krishna Das (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 210 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 4,63,074.00
WBMAD/ULB/RSM/445/25-26 Dated 20.09.2025	Repairing of Bituminous Road(marked as (Sl.5/301) From Amal Das's House to Suddhirtha Biswas's House at Booth-301 UNDER WARD-27 OF RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.2,85,658.00
WBMAD/ULB/RSM/446/25-26 Dated 20.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Nagen Mondal to Tapan Kundu in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 09), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,39,772.00
WBMAD/ULB/RSM/447/25-26 Dated 20.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dr. Nisit Mallick Nurshing Home's to Shymal Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,11,309.00
WBMAD/ULB/RSM/448/25-26 Dated 20.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dhritish Halder to Kamal Kanti Mondal in Ward No.-11,under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,87,352.00
WBMAD/ULB/RSM/449/25-26 Dated 20.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dr. Sachin Mondal to Sunil Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 05), within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,27,014.00
WBMAD/ULB/RSM/450/25-26 Dated 20.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Biswajit Mitra to Tapas Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 03), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,15,117.00

Bid Submission end date: **01.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

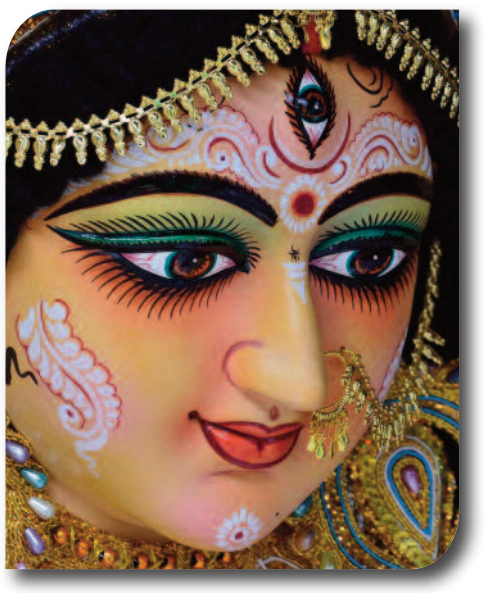

আরোগ্য

ঘিলুখেকো অ্যামিবা
আতঙ্ক না সতর্কতা?

অনিন্দ্য কিশোর

শরতের আকাশ আর শিউলির গন্ধ জানান দিচ্ছে, পুজো দোরগোড়ায়। উৎসবের এই আবহের মধ্যেই শহর কলকাতার বুকে হানা দিয়েছে এক নতুন আতঙ্ক; 'ঘিলুখেকো বা মস্তিস্কখেকো অ্যামিবা'। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম নিগলেরিয়া ফাউলেরি। সম্প্রতি এই এককোষী জীবের সংক্রমণে কেরলে একাধিক (আক্রান্ত - ৪০০ জনেরও বেশি) বাসিন্দার মৃত্যু হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে। যদিও চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এই রোগ অত্যন্ত বিরল এবং অহেতুক আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উৎসবের দিনগুলিতে, বিশেষত প্রতিমা বিসর্জন বা পুকুরে স্নানের সময় সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

আতঙ্কের পরিচয় ও বিস্তার

নিগলেরিয়া ফাউলেরি (Naegleria fowleri) আদতে একটি এককোষী জীব, যা সাধারণত উষ্ণ মিষ্টি জলের (যেমন; পুকুর, হ্রদ, নদী, উষ্ণ প্রস্রবণ বা সুইমিং পুলের অপরিশোধিত জল) বাসিন্দা। ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রার জলে এরা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এই অ্যামিবা প্রথম আবিষ্কৃত হয় অস্ট্রেলিয়ায়, ১৯৬৫ সালে। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এর সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে।

ভারতে শুধুমাত্র কেরল রাজ্যেই নয়, আরও একাধিক রাজ্যে এর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। কেরলের আলাপুঝা, ত্রিশূরের মতো জেলাগুলিতে বর্ষার পর পুকুরের জল উষ্ণ হয়ে উঠলে সংক্রমণের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশেও এই অ্যামিবার সংক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তিরা স্থানীয় পুকুর বা অপরিশোধিত জলের কোনও উৎসের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অ্যামিবার ভৌগোলিক বিস্তারও বাড়ছে। যা আগে শুধুমাত্র উষ্ণ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তা এখন তুলনামূলক শীতল অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। যা বিজ্ঞানীদের উদ্বেগের কারণ।

সংক্রমণ ছড়ায় কী ভাবে? কারা বেশি ঝুঁকিতে?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই অ্যামিবা যুক্ত জল পান করলে কোনও ক্ষতি হয় না। এটি শুধুমাত্র নাক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলেই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে।

সাধারণত পুকুর বা হ্রদের জলে ডুব দেওয়া বা সাঁতার কাটার সময় নাক দিয়ে জল মস্তিষ্কে গেলে এই অ্যামিবা অলফ্যাক্টরি নার্ভ বা ঘ্রাণ সংক্রান্ত স্নায়ু বেয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। সেখানে এটি বিশেষ উৎসেচক নিঃসরণের মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষকলা বা টিস্যুকে গলিয়ে ধ্বংস করতে শুরু করে। যার ফলে 'প্রাইমারি অ্যামেবিক মেনিনগোএনসেফালাইটিস' নামক মারাত্মক রোগ হয়।

■ **উপসর্গ:** সংক্রমণের ১ থেকে ১২ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়। প্রাথমিক উপসর্গের মধ্যে রয়েছে মাথাব্যথা, জ্বর ও বমি। পরবর্তী পর্যায়ে ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, খিঁচুনি, হ্যালুসিনেশন এবং কোমা দেখা যায়।

■ **পরিণতি:** রোগটি অত্যন্ত দ্রুত ছড়ায় এবং উপসর্গ দেখা দেওয়ার ১ থেকে ১৮ দিনের মধ্যেই (গড়ে ৫ দিন) রোগীর মৃত্যু হয়। এর থেকে মৃত্যুর হার ৯৭ শতাংশেরও বেশি।

■ **ঝুঁকিতে কারা:** যে কোনও বয়সের মানুষ আক্রান্ত হতে পারলেও, শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা, যারা তুলনামূলক ভাবে পুকুর বা হ্রদে বেশি খেলাধুলো বা সাঁতার কাটে, তাদের সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি কিছুটা বেশি থাকে।

উৎসবের মাঝে সতর্কতা

যেহেতু এই রোগের কোনও সুনিশ্চিত সফল চিকিৎসা এখনও নেই, তাই প্রতিরোধই হল একমাত্র উপায়। পুজোর দিনগুলিতে ঠাকুর দেখা বা ঘোরাঘুরির মাঝে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

■ **পুকুর বা হ্রদে স্নান এড়িয়ে চলুন:** যে কোনও অপরিশোধিত মিষ্টি জলের জলাশয়ে, বিশেষত যেখানে জল স্থির এবং উষ্ণ, সেখানে সাঁতার কাটা বা ডুব দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। তবে স্বস্তির বিষয়, সমুদ্রের নোনা জলে এই অ্যামিবা বাঁচতে পারে না, তাই সমুদ্রে স্নান এ ক্ষেত্রে নিরাপদ।

■ **নাক বাঁচিয়ে চলুন:** যদি একান্তই পুকুর বা নদীতে নামতে হয়, তবে নাকে ক্লিপ ব্যবহার করুন অথবা খেয়াল রাখুন যাতে নাকে জল না ঢোকে। মাথা জলের নীচে ডুবানো থেকে বিরত থাকা সবচেয়ে নিরাপদ।

■ **বিসর্জনে সাবধান:** প্রতিমা বিসর্জনের সময় অনেকেই নদীর বা পুকুরের জলে নামেন। এই সময়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

■ **নাসারন্ধ্র পরিষ্কার:** 'নেতি পাত্র' বা ধর্মীয় আচারের জন্য নাক পরিষ্কার করার সময় শুধুমাত্র ডিস্টিলড ওয়াটার, ফোটানো জল বা জীবাণুমুক্ত জল ব্যবহার করুন। পাকিস্তান বা আমেরিকার মতো দেশেও কলের জল দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে গিয়েই অনেকে সংক্রমিত হয়েছেন।

আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সচেতনতা

বিশেষজ্ঞরা বার বার আশ্বাস দিচ্ছেন যে, নিগলেরিয়া ফাউলেরি-র সংক্রমণ অত্যন্ত বিরল। হাজার-হাজার মানুষের মধ্যে হয়তো একজনের এই রোগ হয়। তাই অহেতুক আতঙ্কিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বা পুজোর আনন্দ মাটি করার কোনও কারণ নেই। শুধুমাত্র প্রয়োজন একটু বাড়তি সচেতনতা। উপরের সতর্কতাগুলি মেনে চললেই এই অদৃশ্য ঘাতকের ফাঁদ এড়িয়ে চলা সম্ভব। উৎসবের দিনগুলি কাটুক আনন্দে, কিন্তু সুরক্ষার ঘেরাটোপে।

রক্তদান ও ব্লাড ব্যাঙ্কের ইতিহাস

ডাঃ শামসুল হক

শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই একজন মানুষের রক্ত অন্যের দেহে প্রয়োগ করার পদ্ধতি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয় ১৯৩০ সালে। আর তখন থেকেই শুরু হয় রক্তের গ্রুপ নির্ণয় প্রথাও। তবে তার আগেও যে রক্তের এই লেনদেন প্রথা চালু ছিল না তেমন কিন্তু নয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই চলে আসছিল সেই প্রথা। কিন্তু তখন ও পর্যন্ত চালু হয়নি রক্তের গ্রুপ নির্ণয় প্রথা। তাই সেইসময় যে নানান ধরণের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল চিকিৎসক থেকে শুরু করে সকলকেই, অস্বীকার করা যাবে না সেটা ও। কিন্তু সেইসময় রক্তের প্রয়োজনীয়তা এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তখন গ্রুপ নির্ণয়ের চেয়েও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল রক্ত সংরক্ষণ করে রাখাই । বেলজিয়ামের চিকিৎসক অ্যালবার্ট হার্ডস্টিল অবশ্য সাময়িকভাবে তার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। রক্তের সঙ্গে সোডিয়াম নাইট্রেট মিশিয়ে সেটা সম্ভব ও হয়েছিল। পরে বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকদের মিলিত প্রচেষ্টায় সংরক্ষণ পদ্ধতি বেশ মজবুত হয়েও উঠেছিল।

তারপরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল রক্ত সঞ্চয়েরও। আর সেজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ব্লাড ব্যাঙ্ক গঠনেরও। আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে যায় সেটাও। প্রথমের দিকে সেটা মালিকানা ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল এবং সেখানে সব শ্রেণীর মানুষ রক্ত দান করতেও থাকেন।

কিন্তু সেইভাবে চলতে চলতেই একসময় অনেকে আবার সেটাকে পেশা হিসেবেও বেছে নেন এবং অর্থের বিনিময়ে রক্ত বিক্রি করতেও শুরু করে দেন। অবশেষে সেটা ব্যবসার একটা ক্ষেত্র হয়েও দাঁড়ায়। রক্ত সংগ্রহ শুরু হয় অনেক অসৎ উপায়েও। তখন হার্টের বিভিন্ন অসুখ কিংবা ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত ব্যক্তিদের দেহ থেকে এক শ্রেণীর চিকিৎসকদের সহায়তায় অতি গোপনে রক্ত নিংড়ে নিয়ে শুরু হয় নতুন ব্যবসাও। আর সেইভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল ব্লাড ব্যাঙ্কের ব্যবসাদাররাও। সেইসময় কেবলমাত্র মাত্র টাকা রোজগারের জন্যই তারা এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে, যাদের শরীর থেকে বক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে তাদের শরীরে কোন রোগ বাসা বেঁধে আছে কিনা সেটা যাচাই করার তাগিদ ও অনুভব করত না। ফলে দেখা দিত নানান ধরণের বিভ্রান্তিও। অবশেষে প্রাইভেট সংস্থার মালিকদের টনক নড়ে এবং অতি দ্রুত কিছু একটা করার জন্য তৎপর হয়েও ওঠেন।

তাঁরা তখন গঠন করেন একটা তদন্ত সংস্থাও । চলে অনুসন্ধান পর্বও। জানা যায় অনেক মাদকাসক্ত বা বিভিন্ন ধরণের নেশায় আক্রান্ত মানুষের দেহ থেকেও নেওয়া হয়েছে রক্ত। বাদ যায়নি এইডস কিংবা থ্যালাসেমিয়া বা হিমোফিলিয়া রোগীদেরও। তাই দিনের পর দিন বাড়ছিল জটিলতাও। সংবাদ পৌঁছে যায় সরকারের কানেও । আর তার পর থেকেই সব জায়গার ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলোই চলে আসে সরকারের তত্বাবধানেই। আর এই ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ নেয় সুইজারল্যান্ড। তারপর ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। আর তারপর রক্ত নিয়ে বন্ধ হয় অসাধু কারবারও।

যে পুজোগুলো না দেখলেই নয়

শুভাশিস বিশ্বাস

দেবীপক্ষের শুরু। হাতে আর সময় নেই। তাই দ্রুত এবার দেখে নিতেই হবে কলকাতার বিখ্যাত সব মণ্ডপে কোথায় কী কী থিম। আজ আমরা চলে যাবো কলকাতা আর কলকাতার উপকণ্ঠের কয়েকটা পুজো মণ্ডপে।

বাদামতলা আষাঢ় সংঘ

দুর্গাপুজোর থিম ভাবনায় দর্শনার্থীদের চমক দিতে তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট এলাকার বাদামতলা আষাঢ় সংঘ। শহর কলকাতার অন্যতম প্রাচীন বারোয়ারি পুজোগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এ বার তাদের পুজোর বয়স হচ্ছে ৮৭ বছর। উদ্যোক্তারা জানান, সাধারণ মানুষ সুবিচার পেতে ভরসা রাখেন আদালত ও বিচার ব্যবস্থার উপর। কিন্তু, যদি কোনও ভাবে তাঁরা সেখানে নিজেদের 'আর্জি' পেশ করতে না পারেন বা তাঁদের মতানুসারে সুবিচার পেতে ব্যর্থ হন, তখন তাঁরা দ্বারস্থ হন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের। বিচারপ্রার্থী বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর বা ভগবানের আদালতে তিনি একদিন না একদিন সুবিচার পাবেনই। বাস্তবে অনেকে সুবিচার পান না অনেকেই। তবে তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন সব শেষে সর্বশক্তিমানের হাতে হয় শেষ বিচার। সেই ভাবনা থেকেই এ বারের পুজো মণ্ডপ আদালতের অনুকরণে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে রয়েছেন আইনের দেবী। রয়েছে প্রতীকী কাঠগড়াও। এই অনবদ্য থিম ভাবনার নেপথ্যে রয়েছেন শিল্পী সোমনাথ দলুই। পুজোর প্রতিমা নির্মাণ করেছেন শিল্পী পল্লব জানা। এ বারের পুজো মণ্ডপে আবহ সঙ্গীতের বিশেষ গুরুত্ব থাকছে। যত্ন সহকারে সেই সুর নির্মাণ করেছেন দেবদীপ মুখোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে, প্রতি বারের মতোই এ বছরও বাদামতলা আষাঢ় সংঘ কর্তৃপক্ষ আলোকসজ্জার উপর বাড়তি নজর দিচ্ছে। আলোক শিল্পী প্রবাল বসু।

ত্রিধারা সম্মিলনী

অঘোরীদের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। তবে এঁদের দেখা পাওয়া ভার। থিমের হাত ধরেই যেন আপনি পৌঁছে যাবেন অঘোরীদের ডেরায়। সে এক অন্য দুনিয়া। অর্থাৎ, ৭৯ তম বর্ষেও পুজোর থিমের অভিনবত্বের ছোঁয়া। তাকে বাস্তবায়িত করতে বিশেষ ভাবনায় মণ্ডপ সাজিয়েছে ত্রিধারা সম্মিলনী। থিমের শীর্ষক 'চলো ফিরি'। ত্রিধারার মণ্ডপের এক দিকে অধিষ্ঠান করে রয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেব। একটি উঁচু বেদীতে বসে তিনি। পাশেই রয়েছে একটি মন্দির আর তার মধ্যে রয়েছেন দেবী। গোটা মন্দির, মণ্ডপ জুড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে খোদাই করা রয়েছে দেবনগরী লিপি। খোদাই করা রয়েছে কালীমূর্তিও। দক্ষিণ কলকাতার এই জনপ্রিয় মণ্ডপে পা রাখলে যে একেবারে এক অন্যরকম অনুভূতি হতে বাধ্য। এ বার পুজোয় এই ক্লাবের তরফে দর্শনার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে আরও এক চমক। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে অঘোরীদের লাইভ পারফরমেন্স দেখা যাবে এখানে। ত্রিধারা তাঁদের 'চলো ফিরি' থিমের মাধ্যমে শিব তাণ্ডবকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার এই মানুষকে সচেতন করতে এক নতুন ভাবনায় মণ্ডপ তৈরি করছেন তাঁরা। থিমের সঙ্গে মানানসই প্রতিমাও থাকছে। পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা সঞ্জয় সেনগুপ্ত বলেন, 'আমাদের মণ্ডপে মা দুর্গাকে কাঠুরিয়াকে বধ করতে দেখা যাবে। কাঠুরিয়াকে এখানে অসুর হিসেবে দেখানো হবে। গাছের ছাল, ফলের খোসা, ফাইবার, কাপড়ের পাতা প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার করে সাজানো হবে মণ্ডপ। রাখা হবে নানা মডেলও। তার জন্য এ বছর বাজেট মোটেই কম নয় এই পুজো কমিটির। ২৮ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন হবে এবারের পুজো, এমনটাই জানালেন পুজো কমিটির সদস্যরা।

দমদম পার্কের তরুণ দল

৪৮ বছরের পা রাখল দমদম পার্কের এই পুজো। থিম- 'ছাপ'। এই শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে শিল্পী পূর্ণেন্দু দে এবং তাঁর টিম ছাপের এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান রচনা করছেন এবারের পুজো মণ্ডপে। যেখানে প্রাচীন গুহামানবের দেওয়ালে আঁকা হাতের ছাপ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বায়োমেট্রিক- সব কিছুকেই তুলে ধরা হবে। আর এভাবেই মণ্ডপ যেন হয়ে উঠেছে মানুষের অস্তিত্বের সনদপত্র। তার শীর্ষে এক বিশাল 'সিলমোহর'-এর ভিতর বিরাজ করছেন দেবী দুর্গা। এই 'মা' যেন এক অনন্ত ছাপ, যিনি সমাজে, সংস্কৃতিতে ও সাহসে নিজের দাগ রেখে চলেছেন যুগে যুগে। পুজো মণ্ডপের ভিড়ে এ বার ছাপ ফেলে যাবে এক গভীর বার্তা ; মানুষ বেঁচে থাকে তার ছাপে। পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ প্রসাদের কথায়, 'ছাপ তো শুধুই একটা আঙুলের ছাপ নয়, সমাজেরও ছাপ থাকে, ইতিহাসেরও ছাপ থাকে। নববধূর পায়ে আলতার ছাপ যেমন এক সাংস্কৃতিক স্মারক, আধার কার্ডে আঙুলের ছাপ তেমনই প্রযুক্তির পরিচয়।'

হাওড়ার অমরাগড়ী গ্রামে রায় পরিবারের তিন শতাব্দী প্রাচীন দুর্গোৎসব

অসীম কুমার মিত্র

হাওড়া জেলায় আমতা-২ ব্লকের অধীন জয়পুর থানার অন্তর্গত অমরাগড়ী গ্রাম খুবই ঐতিহ্যবাহী, সংস্কৃতি-প্রধান ও উন্নত গ্রাম। প্রায় ৪০০ বছর আগে মুর্শিদাবাদের বাঘা পরগনার সোমরাজপুর গ্রাম থেকে রায় পরিবার উঠে চলে আসে হাওড়ার এই অঞ্চলে। জনশ্রুতি রায় পরিবারের যাদবেন্দ্র রায় ও মানবেন্দ্র রায় নামে দুই ভাই এখানে প্রথম এসেছিলেন। তখন এ অঞ্চল ছিল জল জঙ্গলে ভরা। মানবেন্দ্র রায়ের তৃতীয় পুরুষ রামনারায়ণ রায় ব্রিটিশদের কাছ থেকে কতগুলি গ্রাম ইজারা নিয়ে জমিদারির পওন করেছিলেন। এই রামনারায়ণ রায় খুবই করিৎকর্মা ও দয়ালু মানুষ ছিলেন। তিনি প্রাসাদসম দ্বিতল বিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণ করেন। রায় জমিদার বাড়িতে ছিল ৪৫টি কক্ষ ও তিনটে বিশাল সিঁড়ি। পাশেই ১৭২৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণমুখী কুলদেবী গজলক্ষ্মীর আটচালা মন্দির। সুন্দর পোড়ামাটির কারুকার্য শোভিত এই প্রাচীন মন্দির আজ ভগ্নপ্রায়,জরাজীর্ণ। শুধু তাই নয় তার করা বিশাল বাড়িটি আজ শরীকি বিবাদ ও পরিচর্যার অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জমিদার রাম নারায়ণ রায়ের আমলেই রায় বাড়ির পারিবারিক দুর্গাপূজা শুরু হয় ১১২৬ বঙ্গাব্দে। এই দুর্গোৎসবের আগে জমিদার রামনারায়ণ রায় ১১২৬ বঙ্গাব্দে ১৫ই বৈশাখ রায় পরিবারের শ্রীশ্রী গজলক্ষী মাতা এস্টেট গঠন করেন।বর্তমানে ৩০৭ বছরে পদার্পণ করেছে এই এস্টেটটি। স্বর্গীয় জমিদার রামনারায়ণ রায় বাণিজ্য করতে বেড়িয়ে এই গ্রামের রাত্রি যাপনের জন্যে নৌকায় নোঙর বাঁধেন। সেই রাতে মা গজলক্ষী দেবী স্বর্গীয় রামনারায়ণ রায়কে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন,ক্ষ্মতুই আমাকে ছেড়ে চলে যাস না। তুই আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করক্ষ্ম। সেই স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি (রামনারায়ণ) আমরাগড়ী গ্রামে বসবাস শুরু করেন।গ্রামবাসীদের নিয়ে গড়ে তোলেন ক্ষ্মশ্রী শ্রী গজালক্ষ্মী মাতা এস্টেটক্ষ্ম। তিনি বাইরে থেকে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনদের এনে এই গ্রামে বসবাস করান এবং গ্রামটিকে একটি আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই এস্টেট একই নিয়মে চলে আসছে। এই স্টেট এর বিভিন্ন পূজাপার্বনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১লা বৈশাখ, রথযাত্রা,জন্মাষ্টমী ,রাসযাত্রা, দশহারা, শিবরাত্রির পূজা,মকর সংক্রান্তি, চাঁচড়, দোল উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি, ঝাঁপ ও গাজন উৎসব। গজলক্ষী মাতা দেবী ও তিনটি শিব মন্দিরের পূজা এখনও চলে আসছে। সেই সঙ্গে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা চলে আসছে ধারাবাহিকভাবে।এই গজলক্ষী মাতা এস্টেট শুরু হওয়ার পর প্রায় ১০০ বছর পর অর্থাৎ প্রায় ২০০ বছর আগে চুঁচুড়ার কোট চালু হলে এই এস্টেটের খাজনা দিতেন রামনারায়ণ রায়ের পৌত্র শান্তি রায়। এই রায় পরিবারের পূজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একচালা প্রতিমা, চামুন্ডা মূর্তি, মহালয়ার পরের দিনে অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে পূজা শুরু হয়ে যায়। দেবীর চন্ডীপাঠ, নিত্যদিনের সন্ধ্যা আরতির মাধ্যমে প্রতিপদের দিন থেকে পরিবারের দূর্গোৎসব পূর্ণমাত্রা এনে দেয়। কথিত আছে ১৮২ বৎসর আগে এই পুজোয় মহিষ বলি হত। বর্তমানে বলি বন্ধ, কারণ ১৮২ বৎসর আগে এই আমরাগড়ী এলাকাটি ছিল জল, জঙ্গল,বন্য পশুদের বাসস্থান। শোনা যায়, এক বছর দুর্গাপূজার সন্ধিপূজার সময় ছিল রাত্রে। কামার মহিষ বলি দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে রাত্রে বেড়িয়ে ছিল। রাস্তায় কামারকে হঠাৎ বাঘে ঘেরে। কামার বাঘের ভয় প্রাণ বাঁচাবার জন্য সামনে একটি গাছে উঠে পড়ে। অনেকক্ষণই কামার গাছে বসে আছে। এদিকে সন্ধিপূজার বলির সন্ধিক্ষণ এগিয়ে আসছে। বাঘ গাছের নিচে থেকে সরছে না। এদিকে পূজা মন্ডপে সন্ধিপূজার ঘন্টা পরছে। তখনও বাঘ গাছের নিচে থেকে যাচ্ছে না। তখন কামার উপায় না দেখে দেবীর নাম স্মরণ করে গাছ থেকে লাফ দিলে বাঘের ঘাড়ের উপর পড়ে। কামারের হাতে থাকা কাতানের আঘাতে বাঘের মুন্ডচ্ছেদ হয় ও সন্ধি পূজার ও বলি ওখানেই সমাপন ঘটে। সেই রাতে দেবী কামারকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন, 'কিরে, তুই আমার বামনকে মেরে ফেললি? তোরা বলি বন্ধ কর'। সেই থেকে বলি বন্ধ হয়ে গেছে। এই পূজার পঞ্চমীর দিন বাড়ির মেয়ে, গৃহবধূরা প্রায় ১৩০০ থেকে ১৫০০টি নারকেল নাড়ু তৈরি করেন। সপ্তমীর দিন নব পত্রিকাকে পালকির মতো দুলিয়ে দুলিয়ে মন্ডপে প্রবেশ করানো হয়। অষ্টমীর দিন একই সময়ে সন্ধি পূজা, হোম, ধুনাপোড়া, আরতি,১০৮ টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। পূজায় নবমির দিন সন্ধ্যেবেলায় লুচি ও দানাদার ভোগ সবাইকে বিতরণ করা হয়। এই পূজার আরো একটি বৈশিষ্ট্য, এই দুর্গা প্রতিমা দশমীর দিন দুপুর ১২টার পর বিসর্জন হয়। এর কারণ ১৫২ বছর আগে এই রায় পরিবারের এক সদস্য জমিদার সূর্য্যকুমার রায় দশমীর দিন দুপুর ১২টার সময় মারা যান। সেই থেকে অমরাগড়ী রায় পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা দুপুর ১২টার পর বিসর্জন হয়ে আসছে। গ্রামের সবাই এসে প্রত্যহ পূজা দেন। পূজা মন্ডপে এসে ভিড় জমায়। একে অপরের খোজ খবর নেয়। এইভাবে উৎসব মণ্ডপটি মিলনস্থলের রূপ নেয়।